السِّلْسِلَةُ الْعَطِرَةُ مِنَ السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةُ

নবী জীবনীর সুরভিত সিরিজ

মূল:
শায়েখ মূসা ইবনু রাশিদ আল-আযিমী
অনুবাদ:
শায়েখ মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দুল আজিজ আল-মাদানী
সম্পাদনায়:
শায়েখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশক:
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام، الرياض
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস
পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

শুরুর কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. أَمَّا بَعْدُ:

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকটই সাহায্য কামনা করছি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উপরন্তু আমরা নিজেদের ও নিজেদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত দেন তাকে পথভ্রষ্টকারী আর কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়েত দানকারী আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে হিদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি সেটিকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

অতঃপর: অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখে। কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনী সম্পর্কে এতটুকুও তারা ধারণা রাখে না। এটিকি আসলে একজন মুসলমানের চরিত্র হতে পারে। না, কক্ষনোই না। তাই দীর্ঘ দিন থেকে আশা ছিলো আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখার। যেহেতু বর্তমান যুগের মানুষ সীরাতের দীর্ঘ বই পড়ার কোন মানসিকতাই লালন করে না। কিন্তু সময় করে তা শুরু করার কোন সুযোগই পাইনি। ইতিমধ্যে আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম ইসলামিক সেন্টারের পক্ষ থেকে শায়েখ মূসা ইবনু রাশেদ আল-আযিমীর কিছু টুইট বার্তা সিরিজ আকারে আমার হাতে আসে সেগুলো আমার ফেইসবুক পেইজে প্রচার করার জন্য। ফলে আমি সেগুলো পর্ব আকারে আমার ফেইসবুক পেইজে লাইভ করি। সেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রচার হওয়ার পর দেশ থেকে কিছু ভাই আবেদন জানিয়েছেন সেগুলো বই আকারে প্রচারের জন্য। তাই উক্ত সেন্টারের মহাপরিচালকের সাথে পরামর্শক্রমে সেগুলো অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

আল্লাহর নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র কর্মটি কবুল করে এটিকে আমার নাজাতের উসিলা বানিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে জান্নাতুল-ফিরদাউসে থাকার সুযোগ করে দেন। উপরন্তু পাঠকবর্গও যেন এগুলো পড়ে ও সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে জান্নাত পেতে পারেন সে দু'আও করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন, ইয়া রাব্বাল-আলামীন।

অনুবাদক

নবী জীবনীর সুরভিত সিরিজ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল-মুত্তালিব আমেনা বিনতে ওয়াহাবকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অতঃপর আমেনা আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পুত্র সন্তান গর্ভধারণ করেন। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। তখন আমেনা দু' মাসের গর্ভবতী। আব্দুল্লাহ তাঁর আগত সন্তানের জন্য মিরাস হিসেবে ৫টি উট, একটি ছাগল ও একটি হাবাশী বা ইথিওপিয়ান দাসী রেখে যান। যার নাম ছিলো বারাকাহ। যার উপনাম উম্মু আইমান।

প্রসিদ্ধ মতে হস্তী সালের রবিউল-আউওয়াল মাসের বারো তারিখ রোজ সোমবারে আমেনা বিনতে ওয়াহাব তাঁর মহান ফুটফুটে সন্তানটিকে জন্ম দেন। যদিও কিছু গবেষকের মতে উক্ত তারিখটি সঠিক নয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্মের সময় আমেনার সামনে বিশেষ কোন কিছু প্রকাশিত হয়েছে কি না এ মর্মে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ৭ দিন হলে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর খতনার কাজ সম্পন্ন করে তাঁর নাম মুহাম্মাদ রাখেন।

আমেনা তাঁর সন্তান মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তিন দিন পর্যন্ত দুধ পান করান। আমেনার বুকের দুধ কম হওয়ায় আবু লাহাবের স্বাধীন করা দাসী সুওয়াইবাহ তার সন্তান মাসরূহের দুধ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ভাগাভাগি করে পান করান। সুওয়াইবাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্বে হামযাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব এবং আবু সালামাহ ইবনু আব্দিল আসাদকেও দুধ পান করান। এরপর হালীমা আস-সা'দিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহ, আশ-শাইমা ও আনীসাহর সাথে দুধ পান করান।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বমোট ৭ জন দুধ ভাই ও বোন ছিলো। যাদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. হামযাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব **২.** আবু সালামাহ ইবনু

আব্দিল আসাদ ৩. মাসরূহ ৪. আবু সুফয়ান ইবনুল-হারিস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ৫. আব্দুল্লাহ ৬. আশ-শাইমা ৭. আনীসাহ।

এ ছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আর কোন ভাই-বোন নেই। এমনকি বৈপিত্রেয় কিংবা বৈমাত্রেয় কোন ভাই-বোনও তাঁর নেই।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হালীমাহ আস-সা'দিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন তখন তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) তাঁর বুক চিরে হৃদয়টি বের করে সেটিকে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করেন। উপরন্তু সেখান থেকে একটি কালো মাংশ পিণ্ড বের করে জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিঠে নবুওয়াতের একটি মোহর মেরে দেন। ফলে শয়তানের জন্য তাঁর উপর কোন ধরনের কর্তৃত্ব করা সম্ভবপর হয়নি। তাই তিনি তাঁর সমূহ কথা ও কাজে ছিলেন নিষ্পাপ।

মূলতঃ নবুওয়াতের মোহরটি ছিলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হৃদয় বরাবর ঠিক উল্টো দিকে তাঁর পিঠে থাকা বাড়তি একটি মাংশপিণ্ড। যার পরিমাণ হলো কবুতরের একটি ডিম সমতুল্য।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হালীমাহ আস-সা'দিয়্যাহর নিকট পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করে নিজ মা আমেনার নিকট ফিরে আসেন। এদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন ৬ বছর হলো তখন তাঁর মা আমেনা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মা আমেনার মৃত্যুর পর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ৮ বছর হলে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিবই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর লালন-পালনের দায়িত্বভার বহন করেন।

ইতিমধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটে যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাগল চরিয়েছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল-ফিজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিলফুল-ফুযূল চুক্তিতেও অংশগ্রহণ করেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গোলাম মাইসারাহকে সাথে নিয়ে তাঁর ব্যবসায় বের হন।

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ছিলো ২৫ এবং খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়স ছিলো ৪০ বছর।

খাদীজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত সন্তানগুলো জন্ম নেয়:

১. আল-কাসেম **২.** যায়নাব **৩.** রুকায়্যাহ **৪.** উম্মে কুলসূম **৫.** ফাতিমাহ **৬.** আব্দুল্লাহ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স যখন ৩৫ বছর হলো তখন তিনি কুরাইশ বংশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে রাখার মাধ্যমে কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণে অংশগ্রহণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জাহিলিয়্যাতের নাপাকী থেকে রক্ষা করেন। ফলে তিনি না কোন মূর্তির সামনে সাজদাহ করেন। না কখনো মদপান করেন। না কোন অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়েন।

বরং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা তথা সকল উত্তম গুণাবলীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স ৪০

বছর হলো তখন তাঁর সামনে নবুওয়াতের কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকলো। যেমন: নেক স্বপ্ন, একাকিত্ব, পাথর ও গাছের সালাম এবং ফিরিশতাদের নূর অবলোকন করা ইত্যাদি।

যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বয়স পরিপূর্ণ ৪০ বছর হলো তখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থানরত অবস্থায় তাঁর উপর সূরা ইকরা তথা সূরা আল-আলাক নিয়ে ওহী অবতীর্ণ হয়। আর এটিই ছিলো কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত অংশ। যে ব্যাপারে সকল আলিম একমত।

ইকরা নাযিল হওয়ার পর কিছু দিনের জন্য ওহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আবার সূরা আল-মুদ্দাসসির নাযিল হয়। যা ওহী বন্ধ হওয়ার পর নাযিল হওয়া কুরআনের প্রথম অংশ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দা'ওয়াতী জীবন তিনভাগে বিভক্ত: মাক্কী জীবন, মাদানী জীবন। আবার মাক্কী জীবন দু'ভাগে বিভক্ত: লুক্কায়িত এবং প্রকাশ্য।

প্রথমতঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লুক্কায়িতভাবে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। ফলে তাঁর পরিবারবর্গের সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রী খাদীজা ও তাঁর মেয়েরা এবং আলী ও যায়েদ ইবনু হারেসাহ।

এরপর তিনি লুক্কায়িতভাবে নিজ ঘরের বাইরেও দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন। বিশেষ করে যাদের ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল ছিলেন তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। ফলে আবু বকর সিদ্দীক মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর মানুষ আস্তে আস্তে তাঁর দা'ওয়াতের সংবাদ পেয়ে যায়। ফলে ফকির ও মিসকীনরা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে তিন বছর যাবৎ লুক্কায়িত দা'ওয়াত চলতে থাকে। ফলে প্রথম সারির কিছু সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। যা সংখ্যায় একেবারে কমও ছিলো না।

এরপর প্রকাশ্য দা'ওয়াত সংক্রান্ত আয়াত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾.

"কাজেই আপনাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন। আর মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চলুন"।[১]

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা পাহাড়ের উপর উঠে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত শুরু করেন। তিনি সবাইকে এ সংবাদ দেন যে, তিনি সর্বজগতের জন্য আল্লাহর রাসূল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দা'ওয়াতের প্রতি কুরাইশদের সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এ ছিলো যে, তারা তাঁর চাচা আবু তালিবের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর দা'ওয়াত থেকে বিরত রাখার আবেদন করে।

আবু তালিবের মধ্যস্থতায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখার ব্যাপারে কুরাইশদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। ফলে তারা ওলীদ ইবনুল-মুগীরাকে আল্লাহর রাসূলের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে পাঠায়। ওলীদ ইবনুল-মুগীরার আলোচনার ফাঁকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে কুরআনের কিছু অংশ পড়ে শুনালে সে খুবই আকর্ষিত হয়। তাই ওলীদ কুরাইশদের নিকট এসে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ কিংবা তাঁকে আরবদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করার সুযোগ দিতে পরামর্শ দেয়। কুরাইশরা তার মত প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ওলীদ আল্লাহর রাসূলকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে।

তাই ওলীদ ইবনুল-মুগীরা সম্পর্কে সূরা মুদ্দাসসিরের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয় যেখানে তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْداً...﴾.

"যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি তার ব্যাপারটি আমার উপর

[১]. সূরা আল-হিজর: ৯৪.

ছেড়ে দিন...”।

ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরপরই ইসলাম ধর্মের মুয়াযযিন নিযুক্ত হন।

কুরাইশরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দা'ওয়াতের মুকাবিলায় নিম্নোক্ত কয়েকটি পথ অবলম্বন করে:

কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা, কুরআনকে প্রতিরোধ করা ও বিভিন্ন ধরনের সমঝোতা প্রস্তাব।

কুরাইশরা রাসূলের সাথে কথা বলে কোন ফায়েদা করতে পারেনি। ফলে তারা অন্য আরেকটি পথ অবলম্বন করে। আর তা হলো, মুসলমানদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করা। যা ছিলো সাহাবায়ে কিরামের জন্য এক ভয়াবহ ফিতনা। এদিকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে রক্ষা করেন। সাহাবীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি শাস্তির সম্মুখীন হলেন তিনি খাব্বাব ইবনুল-আরাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

ইতিমধ্যে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি বিশাল কর্ম হাতে নেন। আর তা হলো সাহাবাদের মধ্যকার গোলামদেরকে কিনে তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়া। তাঁদের মধ্যে ছিলেন: বিলাল ও আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।

কুরাইশরা মু'মিনদেরকে কষ্ট দিতে লাগলো। আর সাহাবীদের জন্য ব্যাপারটি কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে হাবাশা বা ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করার অনুমতি দেন। ফলে সাহাবীদের একটি বরকতময় দল ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা। আর এটিই ছিলো ইসলামের প্রথম হিজরত। যাঁরা ইথিওপিয়ার হিজরতে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উসমান ইবনু আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকায়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। আর তাঁদের দলপতি ছিলেন উসমান ইবনু মাযঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

ইতিমধ্যে সূরা আন-নাজম নাযিল হয় এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বার নিকট তা উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছালেন তখন তিনি নিজে সাজদাহ করলেন এবং মুশরিকরাও আয়াতগুলোর মহিমায় আকর্ষিত হয়ে তাঁর সাথে সাজদাহ করে।

কুরাইশ বংশের কাফিরদের সাজদাহর ব্যাপারটি বিকৃত আকারে ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের নিকট এভাবে পৌঁছায় যে, মক্কার অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। ফলে মুহাজিরদের কেউ কেউ মক্কায় ফিরে আসেন।

এদিকে হামযাহ ইবনু আব্দিল-মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পরপরই উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার আরো শক্তিশালী হয়।

উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ইসলাম গ্রহণের পদ্ধতির ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। সে সময় তাঁর বোনকে মারার প্রসিদ্ধ ঘটনাটি ইবনু ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) কোন সূত্র ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

এরপর কুরাইশরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আরেকটি নতুন আচরণ শুরু করলো। সেটি হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্পদ, ক্ষমতা ও নারীর লোভ দেখিয়ে তাঁকে তাঁর দা'ওয়াত থেকে সরিয়ে দেয়া। তাই তারা উতবাহ ইবনু রবীয়াহকে পাঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এ সকল লোভনীয় ব্যাপারে আলাপ করার জন্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সকল লোভনীয় সার্বিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

অতঃপর কুরাইশরা আরো গাদ্দার হয়ে পড়লো। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ফিরিশতাদেরকে দেখানো, নদী প্রবাতি করা ইত্যাদি মু'জিযার আবেদন করলো।

কোনটাই কাজে না আসায় কুরাইশরা আবারো মু'মিনদেরকে

বিশেষ করে তাঁদের ফকিরদেরকে কষ্ট দিতে ও নির্যাতন করতে লাগলো। ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদেরকে দ্বিতীয়বার হাবাশা বা ইথিওপিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন।

উক্ত হিজরতের মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো ৮২ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা এবং তাঁদের আমির ছিলেন জা'ফর ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

দ্বিতীয় হিজরত মূলতঃ প্রথম হিজরতের চেয়ে অনেক কঠিন ছিলো। কুরাইশরা তখন মুসলমানদের সাথে খুবই কঠোরতা দেখিয়েছে এবং তাদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে।

হাবাশা বা ইথিওপিয়ার দিকে দ্বিতীয় হিজরতের পথে খালিদ ইবনু হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে একটি সর্প দংশন করলে তিনি পথেই মারা যান।

কুরাইশরা যখন দেখলো ইসলাম অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে তখন তারা সম্মিলিতভাবে একটি অত্যাচারমূলক সিদ্ধান্ত নিলো। আর সেটি হলো বনু হাশিম ও বনুল-মুত্তালিবের সাথে বয়কটের লিখিত চুক্তি।

উক্ত বয়কট বলতে তাদের সাথে কোন কিছু কেনাবেচা, উঠাবসা ও মেলামেশা না করা এবং তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া বুঝায়।

ফলে বনুল-মুত্তালিব ও বনু হাশিম একটি গিরি উপত্যকায় একত্রিত হয়। যা শিআবে আবি তালিব নামে পরিচিত। এ বয়কট কাল ছিলো ৩ বছর। যারা এ গিরি উপত্যকায় ছিলো তারা কঠিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ভুগছিলো। এমনকি তারা খাওয়ার জন্য কিছুই পেতো না।

এ বয়কটকালীন সময়ে উক্ত গিরি উপত্যকায় মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট আলিম ও কুরআনের ব্যাখ্যাকার আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) জন্মগ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে গিরি উপত্যকায় বসবাসকারী লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল কুরাইশ বংশের কিছু লোক কা'বায় ঢুকে সেই নির্যাতনমূলক চুক্তি ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে কুরাইশদের এ বয়কটের পরপরই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করে।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মুমূর্ষ অবস্থায় তার নিকট তাওহীদের কালিমা উপস্থাপন করেন। তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তা বরাদ্দ করেননি।

এভাবেই আবু তালিব কুফরির উপর মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার প্রতি ব্যথিত হয়ে বলেন:

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَـمْ أُنْهَ عَنْ ذَلِكَ.

"আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। যতক্ষণ না তা থেকে আমাকে নিষেধ করা হয়"।

তবে আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবায় আয়াত নাযিল করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মু'মিনদেরকে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেন। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِيْ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْـجَحِيْمِ﴾.

"নবী ও মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী"।[২]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً أَبُوْ طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا

[২]. সূরা আত-তাওবাহ: ১১৩.

دِمَاغُهُ.

"জাহান্নামের সবচেয়ে হাল্কা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে আবু তালিব। সে জাহান্নামের দু'টি জুতা পরবে। যেগুলোর ফলে তার মগজ অত্যন্ত তাপে টগবগ করবে"।[৩]

আবু তালিবের মৃত্যুর পর খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যুবরণ করলে মক্কা এলাকার হুজূন নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তখনো ইসলামী শরীয়তে জানাযার নামাযের কোন প্রচলন শুরু হয়নি।

একদা জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন:

بَشِّرْ خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِيْ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ.

"আপনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জান্নাতে মণিমুক্তার তৈরি একটি প্রশস্ত ঘরের সুসংবাদ দিন। যাতে কোন ধরনের শোরগোল ও ক্লান্তি থাকবে না"।[৪]

জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আরো বলেন:

هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْكَ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ.

"এই যে খাদীজা, আপনার নিকট আসছেন। তিনি আপনার নিকট আসলে তাঁকে তাঁর প্রতিপালক ও আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবেন"।[৫]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা আবু তালিব

---

[৩]. মুসনাদ/আহমাদ, হাদীস ২৫৬৬, ২৬২১ মুসান্নাফ/ইবনু আবী শায়বাহ, হাদীস ৩৩৪৯২.
[৪]. বুখারী, হাদীস ৩৬০৮.
[৫]. মুসলিম, হাদীস ২৪৩২.

ও তাঁর স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পর ভীষণভাবে চিন্তিত হন। তবে তিনি এ বছরকে "আমুল-হুযন" তথা চিন্তার বছর বলে নামকরণ করেছেন এটি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।

খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম স্ত্রী, যাঁর সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মৃত্যুর পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাওদাহ বিনতে যামআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনিই সর্বপ্রথম স্ত্রী যাঁর সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মৃত্যুর পর সহবাস করা শুরু করেন।

সাওদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একাকী প্রায় তিন বছর যাবত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ঘর-সংসার করেন। তিনিই সবচেয়ে বেশি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশ-নিষেধ আঁকড়ে ধরতেন।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বেশি কষ্ট দিতে লাগলো। বিশেষ করে তাদের মধ্যকার নির্বোধরাই তাঁর উপর চাড়াও হওয়ার সাহসিকতা দেখাতো। অথচ আবু তালিবের জীবদ্দশায় এমন করতে কেউই সাহস পেতো না।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

مَا نَالَتْ مِنِّيْ قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ.

"কুরাইশরা আবু তালিবের মৃত্যু পর্যন্ত আমার সাথে অপছন্দনীয় কোন আচরণ দেখায়নি"।[৬]

তবে আবু জাহল (লাআনাহুল্লাহ) একদা সাজদাহরত অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর গলায় পা রাখার চেষ্টা করলে আল্লাহ তাঁর নবীকে তা থেকে রক্ষা করেন।

---

[৬]. ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়িলুন-নবুওয়াহ কিতাবে এটিকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَقَدْ أُوْذِيْتُ فِيْ اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَأُخِفْتُ فِيْ اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ.

"আমাকে আল্লাহর জন্য এমন কষ্ট দেয়া হয় যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে আমাকে আল্লাহর জন্য এমন ভয় দেখানো হয় যা আর কাউকে দেখানো হয়নি"।[৭]

ইতিমধ্যে মক্কায় অবস্থান করা খুবই কষ্টকর হওয়ার দরুন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূলের নিকট হাবাশা বা ইথিওপিয়ায় হিজরত করার অনুমতি চাইলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে হিজরত করার অনুমতি দেন।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে মক্কা থেকে বের হয়ে বিরকুল-গিমাদ এলাকায় পৌঁছালে ইবনুদ-দুগুন্নাহ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে।

ইবনুদ-দুগুন্নাহ মূলতঃ কারাহ সম্প্রদায়ের নেতা। তাই সে আবু বকর সিদ্দীককে আশ্রয় দিয়ে বললো: আপনি মক্কায় গিয়ে নিজ প্রতিপালকের ইবাদাত করুন। এদিকে কুরাইশরাও তার আশ্রয় মেনে নিয়েছে।

তবে আবু বকর সিদ্দীককে ইবনুদ-দুগুন্নাহর আশ্রয়ের দরুন কুরাইশরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। যেহেতু আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

তখন ইবনুদ-দুগুন্নাহ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন: আপনি উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করবেন না। কিন্তু আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইবনুদ-দুগুন্নাহর আশ্রয়কে ফিরিয়ে দেন। এভাবেই আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কারো আশ্রয় ছাড়াই মক্কায় অবস্থান করেন।

মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বসবাস যখন কঠিন হয়ে পড়ে তখন তিনি পাঁয়ে হেঁটে তায়েফে গিয়ে তায়েফবাসীদেরকে

---

[৭]. তিরমিযী, হাদীস ২৪৭২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৫১ আহমাদ, হাদীস ১২২১২.

ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তায়েফবাসীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাথরের আঘাতে জর্জরিত করে। বিশেষভাবে তারা তাঁর পায়ে আঘাত করলে তাঁর পা থেকে রক্ত বের হতে শুরু করলো।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিন্তিত মন নিয়ে তায়েফ থেকে বের হয়ে পড়লেন। আর কারনুল-মানাযিল এলাকায় আসলে তাঁর হুঁশ ফিরে আসে।

এদিকে জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের নিকট অবতীর্ণ হয়ে মক্কার ধ্বংস কিংবা ধৈর্যের কোন একটি এখতিয়ার করার জন্য বললে তিনি ধৈর্যকেই এখতিয়ার করেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুতইম ইবনু আদীর আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

দা'য়াতের দীর্ঘ কয়েক বছর পার হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মান ও তাঁর মানসিক দৃঢ়তার জন্য ইসরা ও মি'রাজের ঘটনাটি ঘটে।

আল্লাহ তা'আলা ইসরার ঘটনা সূরা আল-ইসরায় এবং মি'রাজের ঘটনা সূরা আন-নাজমে উল্লেখ করেন।

বস্তুতঃ ইসরা ও মি'রাজের ঘটনাটিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্ববৃহৎ মু'জিযা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন।

এক রাতেরও কম সময়ে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই'শার সালাতের পর বের হয়ে ফজরের সালাতের পূর্বেই ফিরে আসেন। তা এমন একটি অলৌকিক কর্মযজ্ঞ যা অনুধাবন করাও কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এ সফরটি শুরু হয় যখন জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁকে মক্কায় অবস্থিত তাঁর ঘর থেকে কা'বার দিকে বের করে আনেন।

কা'বার নিকট এসে জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বুক ফেঁড়ে তাঁর অন্তরকে বের করে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে সেটিকে ঈমান ও হিকমত দিয়ে পরিপূর্ণ করে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর পবিত্র বক্ষ আবার সেলাই করে দেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে একটি পশু সদৃশ বোরাকে চড়লে অল্পক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে মসজিদে আকসায় পৌঁছে যান।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি একটি মহা কাণ্ড দেখতে পেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য সকল নবী ও রাসূলকে জীবিত করেন।

সহীহ ইবনু হিব্বানে বর্ণিত আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস মতে সেখানে নবীদের সংখ্যা ছিলো ১ লক্ষ ২৪ হাজার এবং রাসূলদের সংখ্যা ছিলো ৩১৫ জন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করলে সালাতের ইকামত হয়। তখন জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মানবজাতির নেতাদের সালাতের ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর করেন।

মানবজাতির নেতাদের ইমামতির চেয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য আর কীইবা সম্মান ও মর্যাদা থাকতে পারে?!

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী ও রাসূলগণের ইমামতির মাধ্যমে সালাত শেষ করলে সিঁড়ি সদৃশ একটি মি'রাজ নিয়ে আসা হয়। যার পরিমাপ ও অবয়ব আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে মি'রাজে চড়লে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে যান। তাঁদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানকার আশ্চর্য কিছু অবস্থা দেখতে পান।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার আকাশে মানব পিতা আদম (আলাইহিস-সালাম) কে দেখতে পান। তেমনিভাবে তিনি সেখানে অবৈধভাবে এতীমদের সম্পদ ভক্ষণকারীদের অবস্থাও দেখতে পান। আল্লাহ আমাদেরকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন।

অনুরূপভাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার আকাশে গীবতকারী, ব্যভিচারী ও সুদখোরদের অবস্থাও দেখতে পান। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সকল খারাপ চরিত্র থেকে রক্ষা করুন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে দ্বিতীয় আকাশে উঠলে সেখানে তিনি দু' খালাতো ভাই তথা ইয়াহয়া ইবনু যাকারিয়া এবং 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) কে দেখতে পান।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে তৃতীয় আকাশে উঠলে সেখানে তিনি ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) কে দেখতে পান।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সম্পর্কে বলেন:

أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ.

"তাঁকে দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে"।[৮]

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে চতুর্থ আকাশে উঠলে সেখানে তিনি ইদ্রীস (আলাইহিস-সালাম) কে দেখতে পান।

---

[৮]. মুসলিম, হাদীস ১৬২.

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে পঞ্চম আকাশে উঠলে সেখানে তিনি হারূন (আলাইহিস-সালাম) কে দেখতে পান।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে ষষ্ঠ আকাশে উঠলে সেখানে তিনি মূসা (আলাইহিস-সালাম) কে দেখতে পান।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে সপ্তম আকাশে উঠলে সেখানে তিনি নবীদের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) কে দেখতে পান।

ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেন:

أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّيَ السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

"আপনি নিজ উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ে তাদেরকে এ সংবাদ দিবেন যে, নিশ্চয়ই জান্নাতের জমিন হলো অতি উর্বর এবং সেখানকার পানি হলো সুমিষ্ট। আর সেখানকার চারা হলো, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার"।[৯]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এর সাক্ষাতের পর জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে অনেকগুলো দৃশ্য দেখলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অট্টালিকা এবং যায়েদ ইবনু হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দাসীকে দেখে এসে তাঁদেরকে সে ব্যাপারে সংবাদ দিলেন। তিনি সেখানে কাউসার নদীও দেখলেন।

---

[৯]. তিরমিযী, হাদীস ৩৪৬২ তাবারানী: ১০/২১৪ হাদীস ১০৩৬৩ তারিখে বাগদাদ: ২/২৯২.

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহান্নামের একটি অংশ অপরটিকে চুরমার করে ফেলছে সে পরিস্থিতিও অবলোকন করলেন। সেটি থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি এবং তিনি আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন। তেমনিভাবে তিনি জাহান্নামের দায়িত্বশীল মালিককেও দেখলেন।

এরপর জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিয়ে সপ্তম আকাশের আনাচে-কানাচে ঘুরে এক জায়গায় থেমে আল্লাহর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا مُحَمَّدُ! تَقَدَّمْ، فَوَاللهِ لَوْ تَقَدَّمْتُ خُطْوَةً وَاحِدَةً لَاحْتَرَقْتُ.

"হে মুহাম্মাদ! আপনি সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহর কসম! আমি যদি এক কদম সামনে অগ্রসর হই তাহলে আমি অবশ্যই জ্বলে যাবো"।[১০]

ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে অগ্রসর হলেন এবং তিনি এমন এক জায়গায় পৌঁছালেন যে জায়গায় কোন মানুষ ও ফিরিশতা পৌঁছাতে পারে না।

তিনি এমন এক জায়গায় পৌঁছালেন যেখানে ফিরিশতাদের কলমের ধ্বনি পর্যন্ত শুনা গিয়েছিলো। যাঁরা আল্লাহর ফায়সালাসমূহ লিখেন। এটি ছিলো মূলতঃ এ উম্মতের নবীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান।

সে মহান পবিত্র জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে কথা বলে তাঁর ও তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ বেলা সালাত ফরয করেন।

সেখানে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে কয়েকটি জিনিস দিলেন। যা নিম্নরূপ:

ক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তাদের উপর ফরয করলেন।

খ. প্রত্যেক মুসলমানের কবীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া

[১০]. কাজী ইয়ায ও ইবনু আশূর এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

হয়। তথা কবীরা গুনাহগারকে জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে রাখা হবে না।

গ. তাদেরকে সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলো দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর সাথে কথোপকথন শেষে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর নিকট ফিরে আসলেন। সেখান থেকে মসজিদে আকসায় ফিরে এসে বোরাকে চড়ে মক্কায় ফিরে আসলেন।

এ মহান সফর ও এর সকল বৃত্তান্ত এক রাতের কম সময়ে সংঘটিত হয়। তাই এখন বুঝে আসলো যে, এটি ছিলো সত্যিই এক মহান মু'জিযাহ। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এটিকে তাঁর কিতাবে চির স্মরণীয় করে রাখলেন।

ইসরা ও মি'রাজের একদিন পর জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) পাঁচ বেলা সালাতের ওয়াক্তের বর্ণনার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অবতীর্ণ হন।

ইসরা ও মি'রাজের রাতে মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক সালাতকে দু' রাকআত করে ফরয করা হয়। আর মাগরিব ছিলো ৩ রাকআত।

তখন কিবলা ছিলো বাইতুল-মাকদিস। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাত আদায়ের সময় কা'বাকে সামনে রেখে দু' কিবলার দিকে ফিরেই সালাত আদায় করতেন।

এরপর কুরাইশরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট দৃশ্যমাণ মু'জিযা তলব করলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বলেন:

أَرَأَيْتُمْ إِنْ شَقَقْتُ لَكُمُ الْقَمَرَ نِصْفَيْنِ تُؤْمِنُوْنَ، قَالُوْا: نَعَمْ.

"আমি যদি চাঁদকে দু' টুকরো করে দেই তাহলে তোমরা কি ঈমান আনবে। তারা বললো: হ্যাঁ, আমরা ঈমান আনবো"।

তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শক্তিমাণ প্রতিপালকের নিকট চাঁদকে দু' টুকরো করার দু'আ করলেন। ফলে

আল্লাহ তা'আলা চাঁদকে দু' টুকরো করে কুরাইশদেরকে দেখালেন।

কুরাইশরা এ প্রকাশ্য মু'জিযাহ দেখার পর বললো: আল্লাহর কসম! তুমি একজন যাদুকর। ফলে কুরাইশরা এ মহান মু'জিযাহকে অস্বীকার করলো। যা একজন নিরেট অস্বীকারকারী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। যাতে তিনি বলেন:

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ، وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾.

"কিয়ামত নিকটবর্তী ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তারা কোন নিদর্শন দেখলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে: এটি তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু। তারা সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ প্রতিটি বিষয়েরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে"।[১১]

তখন থেকেই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজ্জ মৌসমে আরব বংশগুলোর মাঝে দা'ওয়াত দেয়ার চিন্তা করেন। এই আশায় যে, হয়তোবা কোন বংশ তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর সহযোগিতা করবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আরব বংশগুলোর মাঝে দা'ওয়াত দিতেন তখন পালাক্রমে আবু লাহাব ও আবু জাহল (কাব্বাহাহুমাল্লাহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যুক বলতো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দা'ওয়াতের ব্যাপারে আরব বংশগুলোর অবস্থান বিভিন্ন ধরনের ছিলো। তাদের কেউ তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিয়েছে। আবার কেউ তাঁর পরে খলীফা হওয়ার লোভ করেছে। আবার কেউ চুপ থেকেছে।

নবুওয়াতের একাদশ সনে হজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু

[১১]. সূরা আল-কমর: ১-৩.

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৬ জন খাযরাজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন বিধায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের নিকট বসে তাঁদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান। তাঁরা হলেন:

১. আসআদ ইবনু যুরারাহ **২.** আউফ ইবনুল-হারিস

৩. রাফি' ইবনু মালিক **৪.** কুতবাহ ইবনু আমির

৫. উকবাহ ইবনু আমির **৬.** জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ।

এ লোকগুলো মদীনায় ফিরে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর রাসূলের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তাদের মাঝে রাসূলের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

ফলে আনসারীদের এমন কোন ঘর বাকি থাকেনি যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উচ্চারিত হয়নি।

নবুওয়াতের বারোতম সনে হজ্জের সময় আনসারীদের ১২ জন পুরুষ হজ্জ করতে আসেন। আনসারীদের এ প্রতিনিধিদল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাথে আকাবাহর প্রথম বায়আতে করেন। কারো কারো এমন ভুল ধারণা যে, এ বায়আতটির নাম হলো বায়আতুন-নিসা। অথচ এ বায়আত কিংবা এর কোন ধারায় মহিলাদের কোন উল্লেখই ছিলো না।

উক্ত বায়আতটি ছিলো মূলতঃ সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং দুঃখে ও সুখে তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও তাঁর কথা শুনা। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আসলে তাঁর সহযোগিতা করা।

আকাবার প্রথম বায়আতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সে সকল সাহাবীর নাম:

ইবনু হিশাম তাঁর সীরাতের কিতাবে আকাবাহর প্রথম বায়আতে অংশগ্রহণকারী আনসারী সাহাবীদের নাম উল্লেখ করেন। যাঁদের সংখ্যা ছিলো বারো। তাঁরা নিম্নরূপ:

১. আসআদ ইবনু যুরারাহ **২.** আউফ ইবনু আফরা

৩. মুআয ইবনু আফরা ৪. রাফি ইবনু মালিক
৫. যাকওয়ান ইবনু আব্দে কাইস ৬. উবাদাহ ইবনুস-সামিত
৭. ইয়াযীদ ইবনু সা'লাবাহ ৮. আল-আব্বাস ইবনু উবাদাহ
৯. উকবাহ ইবনু আমির ১০. আমির ইবনু হুদাইদাহ
১১. আবুল-হাইসাম মালিক ইবনুত-তাইহান
১২. উওয়াইম ইবনু সায়িদাহ।

যখন আনসারীদের প্রতিনিধিদল মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসআব ইবনু উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে পাঠান।

ফলে মুসআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বনী আব্দিল-আসহাল গোত্রের নেতা সা'দ ইবনু মু'আয এবং উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসআদ ইবনু যুরারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকতেন। ফলে আনসারীদের এমন কোন ঘর বাকি থাকেনি যেখানে ইসলাম প্রবেশ করেনি।

নবুওয়াতের তেরোতম সনে ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন আনসারী মহিলা হজ্জের মৌসমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ইসলামী ইতিহাসের সর্বমহান চুক্তি সম্পাদনের জন্য মদীনা থেকে বের হন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ৭৩ জন আনসারী পুরুষের মাঝে আইয়ামে তাশরীকের মধ্যভাগে আকাবার নিকটবর্তী গিরি উপত্যকায় সবাই একত্রিত হওয়ার জন্য লুকায়িতভাবে যোগাযোগ চলতে থাকে।

পরিশেষে নির্দিষ্ট রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন আনসারী মহিলার সাথে সেই ঐতিহাসিক বায়আত গ্রহণের জন্য একত্রিত হন যা আকাবাহর দ্বিতীয় বায়আত নামে প্রসিদ্ধ।

বায়আতের ধারাগুলো ছিলো নিম্নরূপ:

* সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য করা ও তাঁর কথা শুনা।

* নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় গেলে তাঁর সহযোগিতা ও তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন: আমরা এ বায়আত পুরো করলে কী পাবো? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: তোমরা জান্নাত পাবে। তখন তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

সর্বপ্রথম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যিনি বায়আত করেন তিনি হলে বারা ইবনু মা'রূর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। অতঃপর অন্যান্যরা বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন মূলতঃ আনসারীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

ইবনু ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) ভুলবশত তাঁর সীরাতের কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত বায়আতে আনসারীদের সাথে জিহাদের বায়আত করেন। তিনি অধিক সম্মানী হওয়া সত্ত্বেও এটি মূলতঃ তাঁর ভুল। ইবনু হিশাম (রাহিমাহুল্লাহ) এ ক্ষেত্রে ইবনু ইসহাকের অনুসরণ করেন। এটি মূলতঃ উভয়েরই ভুল। কারণ, জিহাদ প্রথম হিজরীতেই ফরয করা হয়েছে।

এভাবেই এ মহান বায়আত তথা আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সম্পন্ন হয়। যা একদা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মদীনায় হিজরতের বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আকাবার রাতে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা পরস্পর ইসলামের উপর চুক্তিবদ্ধ

হয়েছি। আমি এর পরিবর্তে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা বেশি পছন্দ করি না”।[১২]

আকাবার দ্বিতীয় বায়আতের পর যখন আনসারী সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় ফিরলেন তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুবই খুশি হলেন। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রক্ষার জন্য একটি সম্প্রদায় তৈরি করলেন। আর তাঁরা হলেন আনসারী সাহাবীগণ।

এদিকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে আবশ্যকভাবে মদীনায় হিজরত করে তাঁদের আনসারী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার আদেশ করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبُ وَهِيَ الْـمَدِيْنَةُ، تَنْفِيْ النَّاسَ كَمَا يَنْفِيْ الْكِيْرُ خَبَثَ الْـحَدِيْدِ.

“আমাকে এমন এক এলাকায় যাওয়ার আদেশ করা হয়েছে যা অন্যান্য এলাকাকে গ্রাস করে নিবে। লোকেরা বলে: সেটি হলো ইয়াসরিব। আসলে সেটি হলো মদীনা। তা মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে যেমনিভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে”।[১৩]

ফলে সাহাবায়ে কিরাম গোপনে পাঁয়ে হেটে কিংবা উট-ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে দলে দলে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করলেন। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন।

বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ

[১২]. বুখারী, হাদীস ৪১৫৬.
[১৩]. বুখারী, হাদীস ১৭৭২ মুসলিম, হাদীস ১৩৮২.

مَكْتُوْمٍ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلاَلٌ وَسَعْدٌ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমাদের নিকট আসলেন মুসআব ইবনু উমাইর এবং ইবনু উম্মি মাকতূম। অতঃপর এসেছেন আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

তখন সাহাবীদের হিজরত তেমন একটা সহজ ছিলো না। বরং তা ছিলো খুবই কঠিন। যেহেতু কুরাইশরা সাহাবীদের হিজরত প্রতিরোধের জন্য সর্ব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো।

এরপর আবু সালমাহ ইবনু আব্দিল-আসাদ, আমির ইবনু রাবীআহ এবং তাঁর স্ত্রী লাইলা বিনতে আবী হাসমাহ ও বনী জাহশ হিজরত করেন।

আরো হিজরত করেন উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি রাতের বেলায় গোপনে আইয়াশ ইবনু আবী রাবীআহ এবং হিশাম ইবনুল-আসের সাথে হিজরত করেন। এটি বিশুদ্ধ সনদে ইবনু ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সীরতের কিতাবে উল্লেখ করেন।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রকাশ্য হিজরতের ব্যাপারটি এবং তাঁর প্রসিদ্ধ কথা, যে ব্যক্তি তার মাকে সন্তানহারা এবং তার সন্তানকে পিতৃহারা করতে চায় সে যেন আমার সামনে আসে। এ জাতীয় বর্ণনা একেবারেই দুর্বল। যা প্রমাণিত নয়।

আকাবাহর দ্বিতীয় বায়আতের দু' মাস পার হতে না হতেই সকল মুসলমান মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন। শুধুমাত্র মক্কায় ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর পরিবার। আর যারা হিজরত করতে অক্ষম ছিলেন তারা।

ইতিমধ্যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর সকল সাহাবী মদীনায় হিজরত করেছেন। শুধুমাত্র সে লোকটিই বাকি রয়েছে যে বন্দী অথবা রোগী

কিংবা বের হতে অক্ষম।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বারবার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইতেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলতেন:

لاَ تَعْجَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِباً.

"তুমি তাড়াতাড়ি করো না। হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য একজন সাথী মিলিয়ে দিবেন"।

একদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য হিজরতের অনুমতি এসে গেলো। এমনকি এ হিজরতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাথী বানানোর অনুমতিও চলে আসলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হিজরত ও তাতে তাঁর সাথী হওয়ার সংবাদ দিলেন। ফলে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জন্য ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য দু'টি উষ্ট্রী প্রস্তুত করলেন।

এদিকে কুরাইশের কাফিররা তাদের বৈঠকখানায় একত্রিত হয়ে যুলুমপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তে একমত হয়েছে। আর তা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করা। উপরন্তু তারা হত্যাকারীর জন্য ১০০টি উট পুরস্কার স্বরূপ ঘোষণা দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে কুরাইশের এ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি তাঁর রাসূলকে এ ব্যাপারে সংবাদও দিয়েছেন। ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নিয়ে সাওর নামক গুহার দিকে রওয়ানা করলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে গুহায় তিনদিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকলেন। প্রতিদিন আসমা বিনতে আবী বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁদের জন্য খানা নিয়ে আসতেন।

কাফিররা আল্লাহর রাসূলকে সর্ব জায়গায় খুঁজেও পেলো না।

এমনকি তাদের একটি দল সাওর গুহার দিকে রওয়ানা করে সে গুহার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো। তবুও তাঁদের সন্ধান পেলো না।

তাদের কেউ গুহার অভ্যন্তরে তাকালে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথী আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখতে পেতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে রাখলেন। ফলে তাদের কেউ গুহার অব্যন্তরের দিকে তাকানোর চেষ্টা করেনি।

এ ব্যাপারে মাকড়সার জাল বুনা ও কবুতরের বাসা তৈরির বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে দুর্বল সূত্রে উল্লেখ করেছেন। যা প্রমাণিত নয়।

অতঃপর কাফিররা সেখান থেকে ফিরে আসলো। আর আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

সাওর গুহায় তিনদিন অবস্থানের পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথী আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখান থেকে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

তাঁদের সাথে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্বাধীন করা গোলাম আমির ইবনু ফুহাইরাহও বের হয়েছে। যে পথিমধ্যে তাঁদের খিদমত করতো। আর তাঁদের পথপ্রদর্শক ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত। সে তখন মুশরিক ছিলো।

এ সফরে তাঁরা ছিলেন মোট চারজন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আমির ইবনু ফুহাইরাহ ও তাঁদের পথপ্রদর্শক আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত।

ইতিমধ্যে মদীনার পথে কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। যেগুলো নিম্নরূপ:

সুরাকাহ ইবনু মালিকের ঘটনা, রাখালের ইসলাম গ্রহণ, উম্মে মা'বাদ আল-খুযাইয়্যার ঘটনা, শাম থেকে আগন্তুক যুবাইর ও তালহার সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাক্ষাৎ।

হিজরতের পথে এমন ঘটনারও বর্ণনা পাওয়া যায় যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যেমন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুরাকাকে বললেন:

كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى.

"তোমার কেমন লাগবে যখন তুমি পারস্য সম্রাটের দু'টি চুড়ি পরিধান করবে"।

নবুওয়াতের ১৪তম সন তথা হিজরতের প্রথম সনের রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রোজ সোমবারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে কোবা এলাকায়ে পৌঁছান।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কোবা এলাকায় পৌঁছালেন তখন আনসারী সাহাবীগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোবায় ১৪ দিন ছিলেন। সে সময় তিনি মসজিদে কোবা নির্মাণ করেন।

জুমার দিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর উটের পিঠে চড়িয়ে উভয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী সালিম ইবনু আউফের এলাকায় পৌঁছালে জুমুআর সালাতের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি রানূনা উপত্যকায় জুমার সালাত আদায় করেন। এটিই ছিলো ইসলামের প্রথম জুমুআ।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী সালিম ইবনু আউফের এলাকা থেকে উটের পিঠে চড়লেন। তিনি তখন উটের লাগাম ঢিলা করে রাখলেন। এভাবেই তিনি এক আনন্দঘন পরিবেশে মদীনায় প্রবেশ করেন।

সেদিন ছিলো এক ঐতিহাসিক দিন। মদীনার ঘর ও রাস্তাগুলো

সেদিন আলহামদুলিল্লাহ ও তাকবীর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হচ্ছিলো।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

مَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ أَنْوَرَ وَلاَ أَحْسَنَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ الْـمَدِيْنَةَ ـ يَعْنِيْ بَعْدَ الْـهِجْرَةِ ـ.

"যেদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় প্রবেশ করলেন আমি সেদিনের চেয়ে আলোকিত ও সুন্দর দিন আর কখনো দেখিনি"। তিনি মূলতঃ এখানে হিজরতের পরের কথাই বলছিলেন।

বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

مَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْـمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْـمَدِيْنَةَ، حَتَّى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ.

"আমি মদীনাবাসীদেরকে এতো বেশি আর কখনো খুশি হতে দেখিনি যেদিন তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মদীনা আগমনে খুশি হলেন। এমনকি সেদিন দাসীরাও খুশিতে বলেছিলো, আল্লাহর রাসূল এসেছেন"।

বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন:

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْـخَدَمُ فِيْ الطُّرُقِ يُنَادُوْنَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا رَسُوْلَ اللهِ!.

"পুরুষ ও মহিলারা ঘরের ছাদে উঠেছে। ছোট ছেলে ও কাজের লোকেরা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে এ বলে ডাক দিচ্ছেলো, হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহর রাসূল!

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

لَـمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهِ الْـمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ

شَيْءٍ.

"যেদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় প্রবেশ করলেন সেদিন সবকিছু আলোকিত হয়ে গেলো"।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন:

خَرَجَتْ جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ وَهُنَّ يَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِيْ النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

"ছোট ছোট মেয়েরা একমুখা ঢোল বাজিয়ে বলছিলো: আমরা বনী নাজ্জার গোত্রের কিছু মেয়ে। কতোই না আনন্দময় সংবাদ যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের প্রতিবেশি হতে যাচ্ছেন"।

তবে প্রসিদ্ধ পংক্তিগুলো যেমন:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ ...

"আমাদের উপর নবচন্দ্র উদিত হয়েছে সানিয়াতুল-ওয়াদায়ের দিক থেকে...।

এগুলো ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তেমনিভাবে গাযালীও তাঁর এহইয়াউল-উলূমে এগুলো উল্লেখ করেন। তবে হাফিয আল-ইরাকী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ত্রুটি উল্লেখ করে বলেন: এর সূত্র হলো মু'যাল তথা তাতে লাগাতার দু'জন বর্ণনাকারীর উল্লেখ নেই। তেমনিভাবে হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাতহুল-বারীতে এবং ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) যাদুল-মাআদে এটিকে দুর্বল বলেছেন।

কুসতুল্লানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَأَشْرَقَتِ الْمَدِيْنَةُ بِحُلُوْلِهِ ﷺ فِيْهَا، وَسَرَى السُّرُوْرُ إِلَى الْقُلُوْبِ.

"তাঁর অবতরণের দরুন মদীনা আলোকিত হয় এবং অন্তরে অন্তরে খুশির জোয়ার বয়ে যায়"।

পরিশেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উট মসজিদে নববীর জায়গায় বসে যায়। যা ছিলো আল্লাহর চয়নকৃত জায়গা। যেহেতু সেখানে মসজিদে নববী তৈরি করা হয়।

আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরে অবতরণ করেন। যতক্ষণ না তাঁর জন্য রুমগুলো তৈরি করা হয়। ফলে আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবস্থানের দরুন মহা সম্মানিত হন।

মদীনা মুনাওয়ারা মহামারীতে প্রসিদ্ধ ছিলো। ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের রোগ-ব্যাধি শুরু হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তা থেকে মুক্ত রাখেন।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের রোগ-ব্যাধি দেখলেন তখন তিনি আল্লাহর নিকট মদীনা থেকে এ মহামারী উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا.

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নিকট মদীনাকে প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিন যেমনিভাবে আমরা মক্কাকে ভালোবেসেছি অথবা তার চেয়েও বেশি। উপরন্তু আপনি সেটিকে রোগমুক্ত করুন এবং এর সা' ও মুদের মধ্যে বরকত দিয়ে দিন"।[১৪]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনার সমাজকে তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। যেগুলো নিম্নরূপ:

ক. মসজিদে নববী তৈরি। **খ.** মুহাজির ও আনসারীদের

[১৪]. বুখারী, হাদীস ৫৬৭৭ মুসলিম, হাদীস ১৩৭৬.

মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব। **গ.** চুক্তি সম্পাদন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূলতঃ এ চুক্তিটি করেছেন মুসলমান ও তাদের আশপাশের বংশগুলো বিশেষ করে মদীনার ইহুদি অধিবাসীদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য।

প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে ঘর-সংসার করা শুরু করেন। তিনি ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়াসরিব নাম পরিবর্তন করে মদীনার নাম রাখলেন: তাবাহ, মদীনা ও তাইবাহ।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

إِنَّ اللهَ سَمَّى الْـمَدِيْنَةَ طَابَةَ.

"আল্লাহ তা'আলা মদীনার নাম রেখেছেন তাবাহ"।[১৫]

আল্লাহর রাসূল আরো বলেন:

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبُ وَهِيَ الْـمَدِيْنَةُ.

"আমাকে এমন এক এলাকায় যেতে আদেশ করা হয়েছে যা অন্য সকল এলাকাকে গ্রাস করে নিবে। মানুষ বলে, ইয়াসরিব। আসলে সেটি হলো মদীনা"।[১৬]

জাবির ইবনু সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

كَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْـمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَيْبَةَ.

"লোকেরা মদীনার নাম রেখেছে ইয়াসরিব। আর আল্লাহর রাসূল সেটির নাম রেখেছেন তাইবাহ"।

প্রথম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়। অধিকাংশ বর্ণনা এ দাবি করে যে, হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই আযানের প্রচলন হয়।

---

[১৫]. মুসলিম, হাদীস ১৩৮৫.

[১৬]. বুখারী, হাদীস ১৭৭২ মুসলিম, হাদীস ১৩৮২.

অথবা ইসরাতেই সেটির বিধান আসে। মূলতঃ এসব কথা প্রমাণিত নয়।

প্রথম হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন। যিনি ইতিপূর্বে ইহুদি আলিম ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

যখন মুহাজিররা মদীনায় আসলেন তখন তাঁরা পানির সঙ্কটে ভুগছিলেন। এদিকে বনী গিফার গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নিকট একটি কুয়া ছিলো। যেটির নাম রূমাহ। সে এক পাত্র পানি এক মুদ্দের বিনিময়ে বিক্রি করতো। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

مَنْ يَشْتَرِيْ بِئْرَ رُوْمَةَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِيْ الْجَنَّةِ.

"কে এ রূমাহ কুয়ার বিনিময়ে জান্নাতে এরচেয়ে উত্তম কুয়া খরিদ করবে?"[১৭]

তখন উসমান ইবনু আফফান নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে কুয়াটি খরিদ করে মুসলমানদের জন্য দান করে দিলেন।

ইসরা ও মি'রাজে যখন সালাত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করা হয় তখন মাগরিব ছাড়া প্রতি ওয়াক্ত সালাত দু' রাকআত করে ছিলো। আর মাগরিব ছিলো তিন রাকআত।

এরপর ওহীর মাধ্যমে যুহর, আসর ও ইশার সালাতে আরো দু' রাকআত বাড়িয়ে প্রত্যেকটিকে চার রাকআত করা হয়। পরবর্তীতে এটিই বলবৎ থাকে।

বনু সালামাহ গোত্র মসজিদে নববী থেকে দূরে মদীনার এক পার্শ্বে অবস্থান করতো। তাই তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে মসজিদে নববীর নিকটে আসতে চাইলো।

এদিকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আশঙ্কা

[১৭]. তিরমিযী, হাদীস ৩৬৬৫ নাসায়ী, হাদীস ৩৫৭০ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ২৩২৭ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭০৭৮.

করলেন যে, এভাবে চলতে থাকলে একদা মদীনার আশপাশ খালি হয়ে যাবে। তাই তিনি তাদেরকে নিষেধ করে বলেন:

يَا بَنِيْ سَلِمَةَ! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ.

"হে বনু সালিমাহ! তোমরা নিজেদের এলাকায় থাকো, তোমাদেরকে প্রত্যেক কদমের সাওয়াব দেয়া হবে"।

ফলে তারা নিজেদের এলাকায় থেকে যায়।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় স্থিতিশীল হয়ে গেলেন তখন জিহাদের বিধান সম্বলিত ওহী আসে। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন:

﴿أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا..﴾.

"যাদের বিরুদ্ধে এতোদিন যুদ্ধ করা হতো তাদেরকে এখন যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। যেহেতু তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে"।[১৮]

গাযওয়াহ হলো এমন যুদ্ধ যে যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বশরীরে বের হয়েছেন। চাই সেখানে তিনি যুদ্ধ করেন, বা নাই করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২১টি গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেন। যেগুলোর প্রথমটি হলো গাযওয়াতুল-আবওয়া। এটিকে ওয়াদ্দানও বলা হয়। তাঁর সর্বশেষ গাযওয়াহ বা যুদ্ধ ছিলো তাবুক যুদ্ধ।

সারিয়্যাহ হলো এমন যুদ্ধ যে যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বশরীরে বের হননি।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম সারিয়্যাহ পাঠিয়েছেন হামযাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে। যার উদ্দেশ্য ছিলো কুরাইশ বংশের একটি বাণিজ্যিক

[১৮]. সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯.

দলকে আটকানো।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচাতো ভাই উবাইদাহ ইবনুল-হারিস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আরেক সারিয়্যাতে পাঠান। এরও উদ্দেশ্য ছিলো কুরাইশ বংশের আরেকটি বাণিজ্যিক দলকে আটকানো। তবে এদের উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কুরাইশ বংশের আরেকটি বাণিজ্যিক দলকে আটকানোর জন্য আরেকটি সারিয়্যাতে পাঠান। আর ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক দলটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

হিজরতের পর মদীনায় সর্বপ্রথম যে মুসলমান মৃত্যু বরণ করেছেন তিনি হলেন কুলসূম ইবনুল-হিদম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ছিলেন একজন বয়স্ক সাহাবী।

হিজরতের ১২তম মাসের শুরুতেই তথা সফর মাসে কুরাইশ বংশের আরেকটি বাণিজ্যিক দলকে আটকানোর জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রথম গাযওয়ায় বের হন। যেটির নাম ছিলো গাযওয়াতুল-আবওয়া। এটিকে ওয়াদ্দানও বলা হয়।

এরপর হিজরতের ১৩তম মাসের শুরুতে তথা রবিউল-আউয়াল মাসে কুরাইশ বংশের আরেকটি বাণিজ্যিক দলকে আটকানোর জন্য আল্লাহর রাসূল তাঁর দ্বিতীয় গাযওয়ায় বের হন। যেটির নাম ছিলো গাযওয়াতু বাওয়াত।

তেমনিভাবে হিজরতের ১৬তম মাসের শুরুতে তথা জুমাদাল-আখিরায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তৃতীয় গাযওয়ায় বের হন। যেটির নাম ছিলো গাযওয়াতুল-উশাইরাহ।

গাযওয়াতুল-উশাইরাহর কয়েকদিন পরই রাসূল গাযওয়ায়ে সাফাওয়ানে বের হন। যেটিকে প্রথম গাযওয়ায়ে বদরও বলা হয়।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কুরাইশ বংশের আরেকটি বাণিজ্যিক

দলকে আটকানোর জন্য নাখলাহ এলাকার দিকে আরেকটি সারিয়্যাহ দিয়ে পাঠান। তারা সেটিকে ধরতে সক্ষম হয়। এমনকি আমর ইবনুল-হাজরামীকে সে যুদ্ধে হত্যা করা হয়। সেই ছিলো ইসলামের সর্বপ্রথম হত্যাকৃত কাফির। আর উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ এবং হাকাম ইবনু কাইসানকে বন্দী করা হয়। উপরন্তু সে বাণিজ্যিক দলের সকল সম্পদই গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ফলে এ কথা বলা যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে নাখলাহ সারিয়্যায় ইসলামে সর্বপ্রথম কোন কাফিরকে হত্যা করা হয় এবং সে যুদ্ধেই সর্বপ্রথম কোন বন্দী ও গনীমত পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মসজিদে আকসা থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের ওহী আসে।

আবার দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার ওহী আসে। ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় নয়টি রামাযান রোযা রাখেন। যেহেতু তিনি ১১ হিজরীর শুরুতেই মৃত্যু বরণ করেন।

তেমনিভাবে দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট যাকাতুল-ফিতর ফরয হওয়ার ওহী আসে। যা সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার আগেই ফরয করা হয়।

আবার দ্বিতীয় হিজরীর রামাযান মাসে বদরের বড় গাযওয়াটি সংঘটিত হয়। যেটিকে ইয়াউমুল-ফুরকান তথা বিশাল পার্থক্যের দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বদরের বড় যুদ্ধটিকে তাঁর কুরআনে উল্লেখ করে সেটিকে চির স্মরণীয় করে রাখলেন। উপরন্তু তিনি সেটিকে এমন কিছু বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন যেটি অন্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে

করা হয়নি। এমনকি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম।

বদরের বড় যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শক্তিশালী বিজয় দিয়েছেন। যাতে তাঁর চক্ষু শীতল হয়ে যায়। এমনকি সে যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের দাপটও অনেক বেড়ে যায়।

বদরের বড় যুদ্ধের পরপরই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে রুকায়্যাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর ঘরেই আব্দুল্লাহ নামক একটি ছেলের জন্ম হয় যে ছোট বয়সেই মারা যায়।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে ইসলামের প্রথম ঈদুল-ফিতর মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় হিজরীতেই আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। এটি ছিলো মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র একটি বিবাহ।

ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে নিম্নোক্ত সন্তানগুলো জন্ম গ্রহণ করে:

১. হাসান **২.** হুসাইন **৩.** মুহসিন **৪.** উম্মে কুলসূম **৫.** যায়নাব।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে বনু কাইনুকা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ঘেরাও করে রাখলে তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেন।

দ্বিতীয় হিজরীর যিল-হজ্জ মাসে গাযওয়াতুস-সুওয়াইক সংঘটিত হয়। আবু সুফয়ান মদীনার উপর আক্রমণ করে একজন আনসারীকে হত্যা করলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২০০ জন সাহাবীকে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে বের হন।

দ্বিতীয় হিজরীর যিল-হজ্জের ১০ তারিখে ঈদুল-আযহা উপস্থিত

হয়। এটি ছিলো মুসলমানদের জন্য প্রথম ঈদুল-আযহা। এ ঈদে আল্লাহর রাসূল শিংযুক্ত সুদর্শন দু'টি ভেড়া জবাই করেছেন।

দ্বিতীয় হিজরীর যিল-হজ্জ মাসে উসমান ইবনু মাযঊন মৃত্যুবরণ করেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুহাজির যাঁকে বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তৃতীয় হিজরীর মুহাররাম মাসে বনু সুলাইম গাযওয়া সংঘটিত হয়। যেটিকে কারকারাতুল-কুদর বলেও আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের বিরুদ্ধে বনু সুলাইমের একত্রিত হওয়ার সংবাদ শুনে ২০০জন সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন।

তৃতীয় হিজরীর মুহাররাম মাসে যি আমর গাযওয়া সংঘটিত হয়। যেটিকে গাতাফান গাযওয়াও বলা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গাতাফান গোত্রের একত্রিত হওয়ার সংবাদ শুনে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৪৫০জন সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন।

তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল-আখিরায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশ বংশের আরেকটি বাণিজ্যিক দলকে আটকানোর জন্য যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে একটি সারিয়্যাহ পাঠান। ফলে তাঁরা পুরো বাণিজ্যিক দলটিকেই গনীমত হিসেবে পেয়ে যান।

তৃতীয় হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসে উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে তাঁর বোন রুকায়্যাহর মৃত্যুর পর বিবাহ করেন। তবে তাঁর ঘর থেকে কোন সন্তান জন্ম নেইনি।

তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাফসা বিনতে উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। তিনি ইতিপূর্বে মৃত খুনাইস ইবনু হুযাফাহ (রাযিয়াল্লাহু

আনহু) এর স্ত্রী ছিলেন।

এ বছরের রামাযান মাসেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়নাব বিনতে খুযাইমাহ আল-হিলালিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট দু' বা তিন মাস সংসার করার পরই মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহুদ যুদ্ধকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনের একটি কঠিন যুদ্ধ হিসেবেই ধরা হয়।

উহুদ যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ মাথায় লোহার টুপি ঢুকে পড়ে। ব্যাপারটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে ফিরিশতা পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করেন।

উহুদ যুদ্ধ ছিলো সাহাবায়ে কিরামের জন্য এক বড় পরীক্ষা। যে তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রক্ষা করার জন্য কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে তাঁরা এ পরীক্ষায় সুস্পষ্ট সফলতা লাভ করেন।

উহুদ যুদ্ধে ৭০জন সাহাবী শহীদ হন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা ও তাঁর দুধভাই হামযাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

উহুদের যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের সত্যিকারের ভালোবাসা প্রকাশ পায়। তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনকে রক্ষা করার জন্য অকাতরে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেন।

উহুদ যুদ্ধ ছিলো সত্যিকারের একটি পরীক্ষা। যে যুদ্ধে সত্যিকার মু'মিন প্রকাশ পায়। তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম। তেমনিভাবে এ যুদ্ধে মিথ্যুক মুনাফিক প্রকাশ পায়। তারা হলো মুনাফিক। যাদের নেতৃত্বে ছিলো ইবনু সুলূল।

উহুদ যুদ্ধে আবু দুজানাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তলোয়ার ধারণ করে সেটির অধিকার রক্ষা করেন। এ

যুদ্ধে ফিরিশতাগণ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন। এমনকি ফিরিশতাগণ হানযালাহ ইবনু আবী আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গোসল করিয়ে দেন।

উহুদ যুদ্ধ ছিলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর প্রস্তুতি ও ভূমিকা স্বরূপ। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়ে কিরামকে এ যুদ্ধে দৃঢ়পদ করেন।

উহুদ যুদ্ধে অনেক বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাব যাদুল-মাআদে এ যুদ্ধের অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরেন। যা তাঁর সৃজনশীলতাই প্রমাণ করে।

চতুর্থ হিজরীর মুহাররাম মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তালহা ইবনু খুওয়াইলিদকে আটকানোর জন্য ৫০জন সাহাবী দিয়ে আবু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে পাঠান। যে মদীনায় আক্রমণের জন্য লোক জমায়েত করেছে।

যখন আবু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ সারিয়্যাহ থেকে ফিরে আসেন তখন উহুদ যুদ্ধের তাঁর জখমটি ফেটে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য এভাবে দু'আ করেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْـمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَـمِيْنَ.

"হে আল্লাহ! আপনি আবু সালামাহকে ক্ষমা করুন এবং হিদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। তার পেছনে ফেলে যাওয়া পরিবার-পরিজনের জন্য আপনি প্রতিনিধি হয়ে যান। আর আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। হে সর্বজগতের প্রতিপালক!"

চতুর্থ হিজরীর মুহাররাম মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালিদ ইবনু সুফয়ান আল-হুযালীকে হত্যা করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে পাঠান। যে মদীনায় আক্রমণের জন্য প্রচুর লোক জমায়েত করেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খালিদ ইবনু সুফয়ান আল-হুযালীকে হত্যা করতে সক্ষম হন। তার মৃত্যুর পর সেই জমায়েতগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যারা মদীনায় আক্রমণের জন্য একত্রিত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যধিক খুশি হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন: أَفْلَحَ الْوَجْهُ তথা লোকটি সফল হয়েছে কিংবা তার চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর লাঠিটি দিয়ে বলেন:

آيَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"এটি আমার ও তোমার মাঝে কিয়ামতের দিনের আলামত"।[১৯]

তাই যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর সাথেই লাঠিটিকে দাফন করা হয়।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আর-রাজী' সারিয়্যাহ সংঘটিত হয়। তাতে দশজন সাহাবী শহীদ হয়ে যান। যাদের সাথে মূলতঃ বনু লাহয়ান গোত্র গাদ্দারি করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে খুবই কষ্ট পেয়েছেন।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বি'রে মাঊনাহর মর্মান্তিক ঘটনা তথা সারিয়্যাতুল-কুররা সংঘটিত হয়। তাতে ৭০জন আনসারী সাহাবী শহীদ হয়ে যান। রি'ল, যাকওয়ান ও উসায়্যাহ গোত্রসমূহ তাঁদের

[১৯]. ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭১৬০.

সাথে গাদ্দারি করে।

বি'রে মাঊনাহর ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য ভয়ানক একটি বিপদ ছিলো। এজন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মাস যাবত উক্ত গাদ্দার বংশগুলোকে বদদু'আ দিয়েছেন।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল-আওয়াল মাসে বনুন-নযীর গাযওয়া সংঘটিত হয়। সেটি ছিলো ইহুদিদের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধ। এর কারণ হলো তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে তাদের ঘর-বাড়ি ঘেরাও করে রাখেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এলাকা ছাড়ার সমঝোতায় উপনীত হয়।

তদুপরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে এ শর্ত দিয়েছেন যে, তারা নিজেদের এলাকা থেকে বের হওয়ার সময় অস্ত্র ছাড়া যথাসাধ্য অন্যান্য সম্পদ বহন করবে।

বনুন-নযীর গাযওয়ার ব্যাপারে সূরা হাশর পরিপূর্ণ নাযিল হয়। যাতে এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। ফলে বনুন-নযীর যুদ্ধ সম্পর্কে না জেনে এর আয়াতগুলো বুঝা সম্ভবপর নয়।

চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসে দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেটিকে ছোট বদরও বলা হয়। যেহেতু তাতে কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি।

এটিকে ওয়াদাবদ্ধ গাযওয়ায়ে বদরও বলা হয়। যেহেতু আবু সুফয়ান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে উহুদ যুদ্ধের পরের বছর বদর এলাকায় সাক্ষাত ও হত্যাযজ্ঞের ওয়াদা করেছে।

তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১৫০০ জন সাহাবীকে নিয়ে বের হলেন। এদিকে আবু সুফয়ান দু' হাজার সৈন্য নিয়ে বের হয়। সে মূলতঃ ভয় পাচ্ছিলো এবং বের হতে চাচ্ছিলো না।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরে পৌঁছে আবু সুফয়ানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে আবু সুফয়ান যখন উসফান এলাকায় পৌঁছায় তখন সে ভয় পেয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন। ফলে সে সেখান থেকে ফিরে যায় এবং তার সাথের লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে তাঁর পূর্বের স্বামীর পক্ষ থেকে ইদ্দত পালনের পর বিবাহ করেন। যাঁর নাম হলো হিন্দ বিনতে আবী উমায়্যাহ ইবনুল-মুগীরাহ।

উম্মে সালামাহ ছিলেন একজন অত্যধিক বুদ্ধিমতী ও সঠিক সিদ্ধান্তশীলা মহিলা। তিনিই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৬১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

চতুর্থ হিজরী সনে আল্লাহর রাসূল যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পালক ছেলে যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী। যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে তালাক দিলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বিবাহ করেন।

যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিয়ে করার উদ্দেশ্য হলো পালক সন্তানের প্রচলনকে বাতিল করা। এ জাহিলী অভ্যাসকে সমূলে মূলোৎপাটন করা।

যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এক বছর যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘর-সংসার করেন। যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে তালাক দিলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পরই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বিবাহ করেন।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বিবাহ দেন। তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট প্রবেশ

করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾.

"অতঃপর যায়েদ যখন তার প্রয়োজন শেষে যায়নাবকে তালাক দিয়ে দিলো তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম"।[২০]

এজন্যই যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে এ বলে গর্ব করতেন:

زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ، وَزَوَّجَنِيَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

"তোমাদের পরিবারবর্গ তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে। আর আমাকে আল্লাহ তা'আলা সপ্তাকাশের উপর থেকে বিবাহ দিয়েছেন"।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে বাসর ঘর করেন তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ওয়ালীমা খাওয়ান। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا.

"যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে ঘর-সংসার শুরু করেন তখন তিনি মানুষদেরকে গোস্ত-রুটি দিয়ে পেট ভরে ওয়ালীমা খাওয়ান"।

যায়নাব বিনতে জাহশের সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিবাহ বন্ধনের ঘটনায় পর্দার বিধান নাযিল হয়। এখানে পর্দা কর্তৃক উদ্দেশ্য হলো উম্মাহাতুল-মু'মিনীনের পর্দা। তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীদের সাথে কোন বেগানা পুরুষ পর্দার

---

[২০]. সূরা আহযাব: আয়াত: ৩৭.

আড়াল ছাড়া কথা বলতে পারবে না।

যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন ধার্মিকতা, পরহেযগারি ও দানশীলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

لَـمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْراً فِيْ الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ.

"ধার্মিকতার দিক দিয়ে যায়নাবের চেয়ে উত্তম কোন মহিলা আমি কখনো দেখতে পাইনি"।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

أَسْرَعُكُنَّ لِـحَاقاً بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَداً.

"তোমাদের মধ্যে সেই সবার চেয়ে দ্রুত আমার সাথে সাক্ষাত করবে যার হাত সবার চেয়ে লম্বা"।[২১]

এখানে হাত লম্বা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য বেশি সাদাকা-খায়রাত করা। আর যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সবার চেয়ে বেশি সাদাকা করতেন।

যায়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ২০ হিজরী সনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত আমলে মৃত্যুবরণ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণকারিণী। তাঁকে বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে বনুল-মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেটিকে মুরাইসী' যুদ্ধও বলা হয়। এর কারণ হলো হারিস ইবনু আবী যিরার মদীনায় আক্রমণের জন্য মানুষ জমায়েত করে।

তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৭০০ জন সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা ও তাদের স্ত্রী-সন্তানকে

[২১]. মুসলিম, হাদীস ২৪৫২.

বন্দী করেন।

বন্দীদের মধ্যে ছিলো বনুল-মুস্তালিক গোত্রের নেতার মেয়ে জুওয়াইরিয়্যাহ বিনতুল-হারিস। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ইসলাম ও বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে মুসলমান হয় এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বিয়ে করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুওয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করলে সবাই বনুল-মুস্তালিকের সকল বন্দীকে ছেড়ে দেয়। যেহেতু তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শ্বশুর বংশীয়।

এ জন্যই আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

مَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْ جُوَيْرِيَّةَ.

"আমি জুওয়াইরিয়্যার চেয়ে নিজের বংশের জন্য আরো বরকতময় এমন কোন মহিলার খবর জানি না"।

উম্মুল-মু'মিনীন জুওয়াইরিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন আল্লাহর বেশি যিকিরকারিণী একজন মহিলা। তিনি ৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৬৫ বছর।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূলের নেতৃত্বে মুনাফিকদের একটি বিশাল দল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বনুল-মুস্তালিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়া।

তাই বনুল-মুস্তালিক যুদ্ধে দু'টি বড় ঘটনা সংঘটিত হয়:

ক. মুহাজির ও আনসারীদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়া।

খ. উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।

ইবনু সুলূল ও তার অনুসারী মুনাফিকরা উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ইযযতে আঘাত করার চেষ্টা করে। ফলে তা এক বিশাল ফিতনার রূপ ধারণ করে।

আল্লাহ তা'আলা সপ্তাকাশের উপর থেকে উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে সতী-সাধ্বী বলে ঘোষণা করলেন। তিনি এ ব্যাপারে কয়েকটি আয়াতও নাযিল করেন যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে।

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "ব্যভিচারের অপবাদ থেকে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্রতা কুরআনের উদ্ধৃতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। তাই কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে সকল উম্মতের ঐকমত্যে সে কাফির ও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে"।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার ঘটনায় বিশাল বিশাল শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা আবশ্যক। হাফিয ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ) এ ঘটনা থেকে ৭০টি ফায়েদা বের করেছেন।

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেটিকে গাযওয়াতুল-আহযাবও বলা হয়। এর কারণ হলো ইহুদীদের প্ররোচনায় মদীনায় আক্রমণের জন্য আরবদেরকে সংঘটিত করা। ফলে ১০ হাজার মানুষ সংঘটিত হয়। যাদেরকে ইহুদিরা মদীনায় আক্রমণের জন্য উৎসাহিত ও সংঘবদ্ধ করে। এদের নেতৃত্বে ছিলো আবু সুফয়ান ইবনু সাখার ইবনু হারব।

এ পর্যায়ে সালমান আল-ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খন্দক খননের পরামর্শ দেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মত গ্রহণ করেন। খন্দক যুদ্ধই ছিলো সালমান আল-ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম যুদ্ধ। যাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৩ হাজার। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ১০ জনের উপর একজন দায়িত্বশীল ঠিক করলেন এবং প্রত্যেক দশজনকে ৪০ গজ খন্দক খননের দায়িত্ব দিলেন।

শত্রু দল আসার পূর্বেই খন্দক খননের কাজ সম্পন্ন হয়। যখন

তারা মদীনায় পৌঁছালো তখন তারা মদীনায় ঢুকার পথে খন্দককেই প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখতে পেলো।

খন্দক যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কিছু মু'জিযা প্রকাশ পেলো। যেগুলো নিম্নরূপ:

সামান্য খাদ্যে প্রচুর বরকত, তিনটি আঘাতে প্রকাণ্ড পাথরকে ভেঙ্গে ফেলা এবং পারস্য ও রূম সাম্রাজ্যদ্বয় বিজয়ের সুসংবাদ।

এদিকে বনু কুরাইযাহ গোত্রের ইহুদিরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করলো। ব্যাপারটি মুসলমানদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতিপালকের নিকট এ বিপদ সরিয়ে নেয়ার আবেদন করলে তিনি তা কবুল করেন। তিনি এ বিশাল বাহিনীর উপর বাতাস পাঠিয়ে তাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন। উপরন্তু ফিরিশতা পাঠিয়ে তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন।

এ বিশাল বাহিনী পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়। আর মদীনায় শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ভয় ও বাতাসের মাধ্যমে তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেন।

খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ শেষে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ ঘরে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) তাঁকে বনু কুরাইযাহর ইহুদিদের সাথে যুদ্ধের আদেশ করেন।

তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন বনু কুরাইযাহদের এলাকায় না গিয়ে আসরের সালাত আদায় না

করে”।[২২]

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু কুরাইযাহর দিকে রওয়ানা ও তাদেরকে কঠিনভাবে ঘেরাও করলেন। এদিকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলে তারা সবাই আত্মসমর্পণ করলো।

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের পুরুষদেরকে বেঁধে ফেলার আদেশ করলেন। তাদের সংখ্যা ছিলো ৪০০ জন যোদ্ধা। এদিকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ব্যাপারে সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ফায়সালাকারী হিসেবে ঠিক করলেন।

সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গাধায় চড়িয়ে নিয়ে আসা হলো। যেহেতু তিনি খন্দক যুদ্ধে আহত হয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন:

جَعَلْتُ حُكْمَ بَنِيْ قُرَيْظَةَ بِيَدِكَ.

“বনু কুরাইযাহর ফায়সালা তোমার হাতেই তুলে দিলাম”।

সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

أَحْكُمُ فِيْهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيْهِمْ، وَتُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ.

“আমি তাদের ব্যাপারে এ ফায়সালা করছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের সম্পদগুলো বন্টন করা হবে”।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

“তুমি সপ্তাকাশের উপরের আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই তাদের মাঝে ফায়সালা করেছো”।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মাঝে

[২২]. বুখারী, হাদীস ৪১১৯.

সেই ফায়সালা বাস্তবায়ন করেন।

বনু কুরাইযাহর ইহুদিদের ব্যাপারে সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ফায়সালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর চক্ষু শীতল ও অন্তর ঠাণ্ডা হওয়ার পর তাঁর ক্ষত জায়গা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণের দরুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِـمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

"সাদ ইবনু মুআযের মৃত্যুর দরুন করুণাময় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে"।[২৩]

যখন সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাফনের কাজ শেষ করা হলো তখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে কবরের দিকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সাথে ফিরিশতারাও তাঁকে বহন করছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَقَدْ هَبَطَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى الْأَرْضِ لَـمْ يَهْبِطُوْا قَبْلَ ذَلِكَ.

"সাদ ইবনু মুআযের মৃত্যুর দিন সত্তর হাজার ফিরিশতা জমিনে অবতরণ করেছে। যারা ইতিপূর্বে কখনো অবতরণ করেনি"।[২৪]

সাদ ইবনু মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুতে মুসলমানরা খুব ব্যথিত হয়েছে। এমনকি আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কেঁদে দিয়েছেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ فَقْداً عَلَى الْـمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ -

[২৩]. বুখারী, হাদীস ৩৫১৯ মুসলিম, হাদীস ৪৫১২.
[২৪]. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ৪/১৩০.

أَيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ - مِنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথীদ্বয় তথা আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর পর মুসলমানরা সাদ ইবনু মুআয ছাড়া আর কারো মৃত্যুতে এতো বেশি বিরহ ব্যথা অনুভব করেনি"।

আল্লাহ তা'আলা খন্দক যুদ্ধের কথা তাঁর কুরআনে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন। তিনি এ সম্পর্কে সূরা আহযাবের ৯ নং আয়াত থেকে শুরু করে অনেকগুলো আয়াত নাযিল করেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বংশগুলো খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য কয়েকটি সেনাদল পাঠান। যারা একের পর এক তাদের উপর আক্রমণ করে।

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু লেহয়ান যুদ্ধে বের হন। তিনি তাদের উপর আক্রমণ করলে তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়।

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্কাশাহ ইবনু মিহসিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে বনু আসাদ গোত্রের উদ্দেশ্যে একটি সারিয়্যাহ পাঠান। তারা যোদ্ধাদলের কথা শুনে সেই জায়গা থেকে পালিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়।

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল-আখির মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে গাতাফান বংশের বনু সা'লাবাহর উদ্দেশ্যে আরেকটি সারিয়্যাহ পাঠান এবং তাদের মাঝে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল-আখির মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু উবাইদাহ ইবনুল-জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে যিল-কাসসাহ গোত্রের উদ্দেশ্যে আরেকটি সারিয়্যাহ পাঠান। উক্ত সেনাদল তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের থেকে

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করে।

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল-আখির মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে বনু সুলাইম গোত্রের উদ্দেশ্যে আরেকটি সারিয়্যাহ পাঠান। উক্ত সেনাদল তাদের থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে।

ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল-উলা মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশ বংশের বাণিজ্যিক দলকে আটকানোর জন্য যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে আরেকটি সারিয়্যাহ পাঠান। উক্ত সেনাদল তাদেরকে পেয়ে তাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের সকলকে বন্দী করে। বন্দীদের মধ্যে ছিলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর স্বামী আবুল-আস ইবনুর-রবী'। তখন সে মুশরিক ছিলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর মুশরিক স্বামী আবুল-আস ইবনুর-রবী'কে আশ্রয় দিলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সম্পদগুলো ফেরত দেন।

আবুল-আস ইবনুর-রবী' মক্কায় ফিরে গিয়ে বাণিজ্যিক দলে থাকা সম্পদগুলো মক্কাবাসীদের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে মুসলমান হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করে।

ষষ্ঠ হিজরীর যিল-কদ মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সংবাদ দিলেন যে, তিনি উমরাহ করতে চাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম নিরাপদে মাথামুণ্ডনরত অবস্থায় মক্কায় পৌঁছালেন।

সাহাবায়ে কিরাম এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মরুর মুসলমান

বেদুঈনদেরকেও তাঁর সাথে বের হওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন।

বেদুঈনরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসতে দেরি করলো এবং তারা তাঁর নিকট ঠুনকো কিছু ওযর পেশ করলো। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সূরা ফাতহের ১১ নং ও এর পরবর্তী আয়াতে তাদের গোমর ফাঁস করে দিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১৪০০ সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবী উমায়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র মুসাফিরের অস্ত্র তথা খাপে ভরা তলোয়ার নিয়ে বের হলেন এবং তাঁর সাথে ৭০টি উটও হাদি হিসেবে নিয়ে নিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনাবাসীর মীকাত যিল-হুলাইফায় পৌঁছে ইহরাম পরে উমরাহর উদ্দেশ্যে তালবিয়্যাহ পাঠ করে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন।

ইতিমধ্যে উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মক্কায় আগমনের সংবাদ কুরাইশদের নিকট পৌঁছে যায়। তারা বললো: আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ আমাদের সামনে দিয়ে কোনভাবেই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না।

তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য খালিদ ইবনু ওলীদের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রস্তুত করলো। সে সময় খালিদ মুশরিক ছিলো।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উসফান এলাকায় পৌঁছালে খালিদ ইবনু ওলীদের সেনাদল তাঁর সামনেই দেখতে পান। তখন আসরের সালাতের সময় হয়।

সে সময় সালাতুল-খওফের বিধান সম্বলিত ওহী নাযিল হয়। এটিই ছিলো ইসলামের সর্বপ্রথম সালাতুল-খওফ। যা হুদাইবিয়্যাহর যুদ্ধে আদায় করা হয়।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফিরদের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে না জড়িয়ে তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন:

مَنْ يَخْرُجُ بِنَا عَلَى طَرِيْقٍ غَيْرِ طَرِيْقِهِمْ؟

"কে আমাদেরকে তাদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে নিয়ে যাবে?

তখন জনৈক সাহাবী বললেন: আমিই নিয়ে যাবো হে আল্লাহর রাসূল! ফলে সে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে বন্ধুর এক পথ পাড়ি দিয়ে মুশরিকদের দলের পেছন দিয়ে ঘুরে যেতে সক্ষম হলো।

মুসলমানরা সানিয়াতুল-মিরার এলাকায় পৌঁছালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উষ্ট্রী সেখানে একদম বসে যায়। সেখান থেকে সে সামান্যটুকুও নড়াচড়া করছে না। সাহাবায়ে কিরাম তাকে সে জায়গা থেকে সরানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোন লাভ হয়নি।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে লাফিয়ে উঠে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখান থেকে রওয়ানা করে হুদাইবিয়্যাহর শেষ সীমায় অবতরণ করেন। তিনি হুদাইবিয়্যায় নিশ্চিন্তে অবস্থান নিলে বুদাইল ইবনু ওয়ারকা' কিছু লোক নিয়ে তাঁর কাছে আসে।

সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললো: কুরাইশরা আপনাকে কা'বায় প্রবেশে বাধা দিতে ও আপনার সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়ে গেছে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ.

"আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি উমরাহ করতে"।

কুরাইশরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মক্কায় আগমনের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। তিনি

কি যুদ্ধের জন্য এসেছেন, না উমরাহ আদায়ের জন্য??

কুরাইশরা যে প্রতিনিধিদেরকে পাঠিয়েছে তারা হলো:

১. মিকরায ইবনু হাফস **২.** আল-হিলস ইবনু আলকামাহ

৩. উরওয়াহ ইবনু মাসঊদ আস-সাকাফী।

কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিরা এ সংবাদ নিয়ে ফিরে গেলো যে, মুসলমানরা মূলতঃ উমরাহ আদায়ের জন্য এসেছে; তারা যুদ্ধের জন্য আসেনি। এর প্রমাণ হলো তারা ইহরাম পরে এবং হাদী নিয়ে এসেছে।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের এ ব্যাপারটি অবলোকন করলেন তখন তিনি উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মক্কার নেতা আবু সুফয়ানের কাছে এ সংবাদ দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করার জন্য আসেননি; বরং তাঁরা উমরাহ করার জন্য এসেছেন।

যখন উসমান আবু সুফয়ানের নিকট পৌঁছালেন তখন আবু সুফয়ান তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো: আপনি আমাদের কাছে অবস্থান করুন। এদিকে আমরা নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি দেখছি। অপরদিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালো যে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করা হয়েছে।

যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারটি জানলেন তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বায়আতের আদেশ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল একটি গাছের নিচে বসা ছিলেন। আর এ বায়আতটি বায়আতুর-রিযওয়ান নামে পরিচিত।

উক্ত বায়আতটিকে বায়আতুর-রিযওয়ান বলা হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ বায়আতের দরুন তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

"মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা হুদাইবিয়্যাহর গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছে"।[২৫]

গ্রহণযোগ্য মতে বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিলো ১৪০০ সাহাবী। যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শ্রেষ্ঠ সাহাবী মুহাজির ও আনসার।

তাঁদের কেউ কেউ মৃত্যুর বায়আত করেছেন। আবার কেউ কেউ করেছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যাওয়ার বায়আত। এটি ইসলামের সর্ববৃহৎ বায়আত।

বায়আতে রিযওয়ানের ফযীলত হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর খুশি হয়েছেন।

যাঁরা বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের ফযীলত সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটি হাদীস:

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"যে হুদাইবিয়্যাহর গাছের নিচে বায়আত করেছে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[২৬]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"যারা হুদাইবিয়্যাহর গাছের নিচে বায়আত করেছে তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"।[২৭]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا

---

[২৫]. সূরা আল-ফাতহ: ১৮.

[২৬]. তিরমিযী, হাদীস ৩৮৬৩.

[২৭]. আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৫৩ তিরমিযী, হাদীস ৩৮৬০.

تَحْتَهَا.

"হুদাইবিয়্যাহর গাছের নিচে বায়আতকারী কেউ ইনশাআল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"।[২৮]

জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! হাতিব নিশ্চয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

كَذَبْتَ، لاَ يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَّةَ.

"তুমি মিথ্যা বলেছো। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। কারণ, সে বদর ও হুদাইবিয়্যায় অংশগ্রহণ করেছে"।[২৯]

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়্যাহর দিন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ.

"তোমরাই হলে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ অধিবাসী"।[৩০]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ থেকে বায়আত করেন। তিনি নিজের ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বলেন: "এ হাতটি উসমানের"।

এভাবেই উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ মহান বায়আতের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

فَكَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْراً مِنْ أَيْدِيْنَا لِأَنْفُسِنَا.

"ফলে উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাত আমাদের জন্য নিজেদের

---

[২৮]. মুসলিম, হাদীস ৪৬৭৯.
[২৯]. মুসলিম, হাদীস ২৪৯৫.
[৩০]. বুখারী, হাদীস ৪১৫৪.

হাতগুলোর চেয়ে অনেক উত্তম ছিলো"।

কুরাইশরা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীদের বায়আত সম্পর্কে জানতে পারলো তখন তারা ভয় পেয়ে পরস্পর সমঝোতায় আগ্রহ প্রকাশ করে সুহাইল ইবনু আমরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আলোচনার জন্য পাঠালো। অতঃপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর চুক্তি সম্পাদিত হলো:

১. মুসলমানরা এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে। তারা আগামি বছর এসে মক্কায় প্রবেশ করে সেখানে তিন দিন অবস্থান করবে।

২. কোন বংশ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে তারা তা করতে পারবে। আর কোন বংশ কুরাইশের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে তারা তা করতে পারবে।

৩. কেউ মুসলমান হয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলে তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর কেউ মুরতাদ হয়ে কুরাইশদের নিকট আসলে তাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ফেরত দেয়া হবে না। এটি ছিলো মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ধারা।

৪. মুসলমান ও কুরাইশদের মাঝে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ দশ বছর সবাই নিরাপদে থাকবে এবং একে অপরের শত্রুর মুকাবিলা করবে।

উভয়ের মাঝে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে হাদী যবাই পূর্বক মাথা মুণ্ডন করে হালাল হওয়ার আদেশ করেন।

মক্কায় প্রবেশ করে উমরাহ আদায় করতে না পারার অতি ক্ষোভে সাহাবায়ে কিরামের কেউই হালাল হননি।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মুল-মু'মিনীন উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে সাহাবায়ে

কিরামের অবাধ্যতার কথা জানালে তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের কাছে গিয়ে নাপিতকে ডেকে নিজের চুল মুণ্ডন করুন।

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কথানুযায়ী আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাছ থেকে বের হলে খিরাশ ইবনু উমায়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মাথা মুণ্ডন করেন।

সাহাবায়ে কিরাম এটি দেখে বুঝতে পারলেন যে, আর উমরাহ করা হচ্ছে না। তাই তাঁরাও হালাল হয়ে গেলেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাদী জবাই করলেন এবং সাহাবায়ে কিরামও তাঁদের হাদীগুলো যবাই করলেন। এটিই ছিলো হুদাইবিয়্যাহর সুপ্রসিদ্ধ উমরাহ। যে সময় কুরাইশদের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন। পথিমধ্যে সূরা আল-ফাতহ নাযিল হয়।

সূরা আল-ফাতহ নাযিল হলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতি খুশি হয়ে বলেন:

لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعاً.

"আজ আমার উপর এমন এক আয়াত নাযিল হলো যা দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়"।[৩১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيْناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيْماً﴾.

"আমি আপনাকে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি। যাতে আল্লাহ আপনার আগ-পরের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করেন, আপনার উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করেন এবং আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত

---

[৩১]. মুসলিম, হাদীস ১৭৮৬.

করেন”।[৩২]

ইমাম তাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “এ ব্যাপারে সকল মানুষ একমত যে, উক্ত আয়াতে যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে সেটি ছিলো হুদাইবিয়্যাহর সন্ধি”।

হুদাইবিয়্যাহর সন্ধিকে ইসলামের মহান বিজয় বলে আখ্যায়িত করার কারণ:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর থেকে ষষ্ঠ হিজরীর হুদাইবিয়্যাহ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯ বছর। যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৈন্য সংখ্যা ১৪০০ সাহাবী।

আর ষষ্ঠ হিজরীর হুদাইবিয়্যাহর সন্ধি থেকে অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয় পর্যন্ত দু’ বছর মাত্র। যেখানে মক্কা বিজয়ের সময় নবী এর সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার সাহাবী।

আমরা দেখলাম ১৯ বছরের দাওয়াতের ফল ১৪০০ জন সৈন্য। আর হুদাইবিয়্যাহর সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত দু’ বছরের দাওয়াতের ফল ১০ হাজার সৈন্য। তাহলে এখানে পরিবর্তনটুকু কোথায়?

পরিবর্তনটুকু হলো, হুদাইবিয়্যাহর সন্ধি কুরাইশদের ইসলামকে বিকৃত করার তৎপরতা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে দায়ীরা কুরাইশদের কোন বাধা ছাড়া প্রত্যেক জায়গায় দাওয়াত দিতে পেরেছে।

হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির আগে ইসলামের চেহারাকে বিকৃত ও মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করার জন্য কুরাইশরা যে অপতৎপরতা চালিয়েছে তাতে মানুষরা ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পেতো।

এদিকে হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির পর দায়ীরা নিরাপদে মানুষদেরকে এ ধর্মের মহত্ত্ব, সহজতা ও রহমতের ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে পেরেছে। ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে।

হুদাইবিয়্যাহর সন্ধি কুরাইশদেরকে মাঝ পথে দাঁড় করিয়েছে।

---

[৩২]. সূরা আল-ফাতহ: ১-২.

ফলে তারা কাউকে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। এর ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চিরশত্রু খাইবারের ইহুদিদের দিকে মনযোগ দিতে পেরেছেন। যারা খন্দকের যুদ্ধে বহু দলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত করার মূল ভূমিকা পালন করেছে।

ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাইবারের ইহুদিদেরকে শায়েস্তা করার সুযোগ পেলেন। যদি হুদাইবিয়্যাহর সন্ধি না হতো তাহলে কুরাইশরা খাইবারের ইহুদিদেরকে অস্ত্র ও সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করতো।

হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির পর যখন পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলো তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব উপদ্বীপের বাইরে দাওয়াতী কাজ করার সুযোগ পেলেন।

হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব ও অনারব রাষ্ট্রপতিদের নিকট ইসলামের প্রতি দাওয়াত সম্বলিত চিঠি পাঠালেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পারস্য সম্রাট, রোম সম্রাট ও ইথিওপিয়ার রাজা নাজাশী এমনকি প্রত্যেক প্রভাবশালীর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি পাঠালেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমর ইবনু উমায়্যাহ আয-যামরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নাজাশীর নিকট চিঠি দিয়ে পাঠালে সে মুসলমান হয় এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত স্বীকার করে।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেহয়া ইবনু খলীফা আল-কালবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রোম সম্রাট কাইসারের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি দিয়ে পাঠালে সে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে। তবে সে মুসলমান হয়নি।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনু

হুযাফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি দিয়ে পাঠালে সে রাগে ফেটে পড়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চিঠিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতিব ইবনু আবী বালতাআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কিবতীদের রাষ্ট্রপতি মুকাওকিসের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি দিয়ে পাঠালে সে মুসলমান হয়নি।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালীত ইবনু আমর আল-আমিরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামামার রাষ্ট্রপতি হাওযাহ ইবনু আলীর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি দিয়ে পাঠালে সেও মুসলমান হয়নি।

এভাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাবাশা বা ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতি নাজাশী, রোম সম্রাট কাইসার, পারস্য সম্রাট কিসরা, কিবতীদের রাষ্ট্রপতি মুকাওকিস এবং ইয়ামামার রাষ্ট্রপতি হাওযাহ ইবনু আলীর নিকট চিঠি পাঠান।

উক্ত পাঁচটি চিঠি দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতিনিধিদেরকে আরব উপদ্বীপের বাইরের রাষ্ট্রপতিদের নিকট পাঠালেন। এ ছাড়াও তিনি অষ্টম হিজরী সনে আরো চিঠি পাঠালেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত পাঁচটি চিঠি সপ্তম হিজরী সনের মুহাররাম মাসে পাঠিয়েছেন। ফলে যে রাষ্ট্রপতিদের নিকট তিনি এ ছিঠিগুলো পাঠিয়েছেন তাদের অন্তরে এগুলোর বিশাল প্রভাব পড়েছে।

খাইবার যুদ্ধের তিন দিন আগে যী কারাদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেটিকে গাবার যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধের অগ্রনায়ক ছিলেন সালামাহ ইবনুল-আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

উক্ত যুদ্ধের কারণ হলো আব্দুর রহমান ইবনু উয়াইনাহ ইবনু হিসন মদীনার পাদদেশে আক্রমণ করে বসে। সে একজন মুসলমানকে হত্যা করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ২০টি উট

নিয়ে পালিয়ে যায়। সালামাহ ইবনুল-আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দৌড়ে গিয়ে নিজ ধনুক থেকে তাদেরকে তীর মেরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কয়েকটি উট ফেরত আনতে সক্ষম হন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এ খবর পৌঁছালে তিনি চিৎকার করে বললেন: সবাই দৌড়ে আসো, সবাই দৌড়ে আসো। তখন অশ্বারোহীরা তাঁর নিকট ছুটে আসলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ৫০০ সাহাবীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তখন তিনি দেখলেন, সালামাহ ইবনুল-আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সকল উট নিয়ে ফেরত এসেছেন।

এদিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অশ্বারোহী আবু কাতাদাহ আল-হারিস ইবনু রিবয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুর রহমান ইবনু উয়াইনাহ ইবনু হিসনকে ধরে তাকে হত্যা করে।

তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوْ قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ.

"আজকের দিনে আমাদের উত্তম অশ্বারোহী হলো আবু কাতাদাহ আর উত্তম পদাতিক হলো সালামাহ"।[৩৩]

যী কারাদ তথা গাবার যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সালাতুল-খাওফ তথা ভয়ের নামায আদায় করেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যী কারাদ এলাকায় বসে তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। আর অন্য দিকে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি উট যবেহ করে এর কলিজা ও শুঁড় ভুনা করছিলেন।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল তাঁর উটগুলো ফেরত নিয়ে বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরলেন। আর তাঁর সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে চতুর্দিক

---

[৩৩]. মুসলিম, হাদীস ৩৩৭২.

থেকে বেষ্টন করে আছেন।

সপ্তম হিজরীর মোহাররাম মাসে প্রসিদ্ধ খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর খাইবারে থাকতো কেবল ইহুদিরা। তারা সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। এরাই একদা মদীনায় আক্রমণের জন্য আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে একত্রিত করে। তাই খাইবার ছিলো এক কথায় ফিতনাকে উসকিয়ে দেয়ার জায়গা।

তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সাথে নিজ কিতাবে খাইবার বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। তিনি সূরা ফাতহে বলেন:

﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا﴾.

"আল্লাহ তোমাদের সাথে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা করেছেন। যা তোমরা অচিরেই লাভ করবে"।[৩৪]

খাইবার ছিলো হুদাইবিয়্যার সাহাবীদের জন্য বিশেষ গনীমত। তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়্যার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১৪০০ সাহাবী ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সাথে বের না হওয়ার আদেশ করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে খাইবারের দিকে বের হলেন। যখন তিনি খাইবারে পৌঁছালেন তখন সেখানকার ইহুদিরা তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে কিল্লাগুলোর দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে বলে উঠলো: মুহাম্মাদ ও তার সেনাবাহিনী এসে গেছে।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তাদের ভয় দেখতে পেয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন:

اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

[৩৪]. সূরা আল-ফাতহ: ২০.

"আল্লাহু আকবার। খাইবার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় অবতরণ করি তখন আতঙ্কিতদের সকাল খুবই খারাপ হয়"।[৩৫]

অতঃপর খাইবার অবরোধ করা হলো। তা ছিলো কঠিন অবরোধ। আর ইতিমধ্যে সাহাবায়ে কিরামের বীরত্ব প্রকাশ পেতে থাকলো। সাহাবায়ে কিরামের বার বার আক্রমণ তাদের ভীত নেড়ে দিতে লাগলো।

বিশেষ করে যুবাইর ইবনুল-আওয়াম, আলী ইবনু আবী তালিব, আবু দুজানাহ, সালামাহ ইবনুল-আকওয়া' ও অন্যান্য সাহাবীদের চরম বীরত্ব প্রকাশ হতে থাকলো।

আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইহুদীদের বীর মারহাবকে এবং যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মারহাবের ভাই ইয়াসিরকে হত্যা করলেন। এভাবেই খাইবারের অধিকাংশ এলাকা স্বাধীন হয়ে যায়।

যখন খাইবারের ইহুদীরা ধ্বংস নিশ্চিত দেখতে পেলো তখন তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে খাইবারের বাকী অংশ নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে একমত হলো নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়:

১. কিল্লা বা দূর্গগুলোতে অবস্থানরত খাইবারের ইহুদিদের রক্তপাত করা যাবে না।

২. তাদের সন্তানাদিকে বন্দী করা হবে না।

৩. ইহুদিরা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।

৪. তারা অস্ত্র ছাড়া যে কোন সম্পদ যা চায় বহন করে নিয়ে যাবে।

যখন খাইবারের ইহুদিরা তাদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা

---

[৩৫]. মুসলিম, হাদীস ১৩৬৫.

পোষণ করলো তখন তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এ প্রস্তাব দিলো যে, তাদেরকে খাইবারে থাকতে দেয়া হোক। তারা সেখানকার জমিন চাষাবাদ করবে এবং এর বিনিময়ে তারা প্রতি বছর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ফসল মুসলমানদেরকে দিবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে একমত হলেন। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের নিকট চাষাবাদের জন্য কোন কাজের লোক ছিলো না। আর খাইবারের এলাকা ছিলো অনেক বড় এবং তা পুরোটাই খেজুরের বাগান।

খাইবার বিজয়ের পর মুসলমানরা সচ্ছল হয়ে উঠে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

"খাইবার বিজয় পর্যন্ত আমরা কখনো পেটপুরে খেতে পারিনি"।[৩৬]

ইমাম বুখারী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:

لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمَرِ.

"যখন খাইবার বিজয় হলো তখন আমরা বললাম: এখন আমরা পেটপুরে খেজুর খেতে পারবো"।[৩৭] যেহেতু সেখানে ছিলো অনেক খেজুর গাছ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাইবারে থাকাবস্থায় হাবাশা বা ইথিওপিয়ার মুহাজিরগণ জাফর ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে তাঁর নিকট আগমন করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে দেখে খুশি হয়ে বললেন:

مَا أَدْرِيْ بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ؛ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرٍ.

---

[৩৬]. বুখারী, হাদীস ৪২৪৩.
[৩৭]. বুখারী, হাদীস ৪২৪২.

"আমি জানি না কোন্ ব্যাপারে খুশি হবো: খাইবার বিজয়ে, না কি জাফরের আগমনে"।[৩৮]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাইবারে থাকাবস্থায় আশআরী গোত্রের ৫৩ জন মুসলমান তাঁর নিকট আগমন করে। তাদের মধ্যে আবু মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও উপস্থিত ছিলেন।

আশআরীদের আগমনের একদিন আগে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ غَداً أَقْوَامٌ هُمْ أَرَقُّ قُلُوْباً لِلْإِسْلاَمِ مِنْكُمْ.

"আগামি কাল তোমাদের নিকট এমন কিছু লোক আসবে। যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি তোমাদের চেয়েও নরম"।[৩৯] এরপরই আশআরীদের আগমন হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাইবারে থাকাবস্থায় তোফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসী ও ইসলামের স্বনামধন্য বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নেতৃত্বে দাওস গোত্র তাঁর নিকট আগমন করে।

খাইবারের ইহুদিদের আত্মসমর্পণ ও সমঝোতা চুক্তির আগেই হুইয়াই ইবনু আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাহ বন্দী হয়। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলে সে মুসলমান হয়ে যায়।

সে মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে স্বাধীন করে নিজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাকে স্বাধীন করাই ছিলো তার মহর। ফলে তিনি উম্মাহাতুল-মু'মিনীনের একজন বিশিষ্ট সদস্যা হয়ে যান।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খাইবারের সবকিছু সমাধান করেন তখনই যায়নাব বিনতে হারিস নামক একজন

---

[৩৮]. হাইসামী/মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৯/২৭১.

[৩৯]. আহমাদ: ৩/১৫৫, ২২৩ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭১৯৩.

ইহুদি মহিলা বিষমিশ্রিত একটি ভুনা ছাগল নিয়ে আসে।

তা থেকে কিছুটা খাওয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন:

ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ، إِنَّها مَسْمُوْمَةٌ.

"তোমরা আর খেয়ো না; নিজেদের হাতগুলো উঠিয়ে নাও। কারণ, এটি বিষযুক্ত"।[৪০]

তবুও উক্ত বিষে আক্রান্ত হয়ে বিশর ইবনুল-বারা ইবনু মারূর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু বরণ করেন।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়নাব বিনতে হারিসকে বলেন:

مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَيَّ.

"আল্লাহ কখনো তোমাকে আমার উপর জয়ী হতে দিবেন না"।[৪১]

এরপর তিনি বিশর ইবনুল-বারার হত্যার বিনিময়ে তাকে হত্যা করেন।

ইহুদিরা এভাবেই অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে খাইবারে চাষাবাদ করছিলো। তবে উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত আমলে তারা জনৈক মুসলমানকে হত্যা করে।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট হত্যাকারীকে তলব করলে তারা তাকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়ার দিকে বের করে দিয়ে আরব উপদ্বীপকে পবিত্র করেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে আসলেন। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখতে পেলেন

---

[৪০]. আবু দাউদ, হাদীস ৪৫১২.

[৪১]. আবু দাউদ, হাদীস ৪৫০৮.

তখন তিনি বললেন:

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

"এ পাহাড়টি আমাদেরকে ভালোবাসে। আর আমরাও তাকে ভালোবাসি"।[৪২]

খাইবার যুদ্ধের পর যাতুর-রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধটিকে যাতুর-রিকা এ জন্য বলা হয়, যেহেতু এ যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের নিকট জুতা না থাকার দরুন তাঁরা নিজেদের পায়ে পট্টি লাগিয়েছেন।

এ যুদ্ধের কারণ হলো, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, গাতাফান গোত্রের লোকেরা মদীনায় আক্রমণ করতে চাচ্ছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৪০০ জন সাহাবীকে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন।

তারা যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বের হওয়ার সংবাদ শুনলো তখন সবাই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের এলাকায় পৌঁছালে দেখলেন, সেখানে আর কেউ নেই।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাতুর-রিকা যুদ্ধেও সালাতুল-খওফ তথা ভয়ের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

সপ্তম হিজরীর যিল-কিদাহ মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। যা হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির একটি ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। আর ইতিমধ্যে হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির পূর্ণ এক বছর পার হয়ে যায়।

উক্ত উমরাকে উমরাতুল-কাযা বা উমরাতুল-কাযিয়্যাহ বলা হয়। যেহেতু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়্যাহর সন্ধিতে পরের বছর উমরা আদায়ের ব্যাপারে কুরাইশদের সাথে

[৪২]. বুখারী, হাদীস ৪০৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৩.

চুক্তিবদ্ধ হন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়্যায় অংশগ্রহণকারী ১৪০০ সাহাবীকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। তবে এদের মধ্যকার কেউ কেউ মারাও গিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৬০টি উট ও অস্ত্র নিয়ে মদীনার মীকাত যুল-হুলাইফাহর দিকে রওয়ানা করলেন। তিনি কুরাইশদের গাদ্দারির আশঙ্কায় নিজের সাথে অস্ত্র নিলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম উমরাহর ইহরাম বেঁধে তালবিয়্যাহ পড়তে পড়তে মক্কার দিকে রওয়ানা করলেন। দীর্ঘ সাত বছর পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় পৌঁছে বনু শাইবাহ গেইট দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তাই তিনি এ উমরাহ করতে পেরে খুব খুশি হলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইযতিবা তথা তাঁর ডান বাহু খালি করে নিজ হাতের লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্বে সাত চক্কর লাগান। তিনি তাওয়াফ করে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু' রাকআত সালাত আদায় করেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সাঈর এলাকায় গিয়ে নিজের উটের পিঠে চড়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাদী নিয়ে সেটিকে জবাই করেন।

এরপর তিনি মা'মার ইবনু আব্দিল্লাহ আল-আদাওয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দিয়ে তাঁর মাথা মুণ্ডন করেন। অনুরূপভাবে তাঁর সাহাবায়ে কিরামও নিজেদের মাথা মুণ্ডন করেন।

হুদাইবিয়্যাহর সন্ধির শর্ত মুতাবিক আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। তবে মূর্তি ও ছবি থাকার দরুন তিনি কা'বায় প্রবেশ করেননি।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে

কিরাম মক্কায় তিন দিন অবস্থানের পর সেখান থেকে বের হয়ে পড়েন। অতঃপর সারিফ এলাকায় পৌঁছে তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারিফ এলাকায় উম্মুল-মু'মিনীন মাইমূনাহ বিনতে হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিবাহ করেন। তিনিই ছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বশেষ স্ত্রী। তিনি ৫১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

অষ্টম হিজরীর শুরুতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যু বরণ করেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বড় মেয়ে। তাঁকে বাকী' এলাকায় দাফন করা হয়।

অষ্টম হিজরীর সফর মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় থাকাবস্থায় খালিদ ইবনুল-ওলীদ, আমর ইবনুল-আস ও উসমান ইবনু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের ইসলাম গ্রহণে অত্যধিক খুশি হয়ে বলেন:

رَمَتْكُمْ مَكَّةُ بِأَفْلاَذِ كَبِدِهَا.

"মক্কা নিজের কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে"।[৪৩]

অষ্টম হিজরীর জুমাদাল-উলা মাসে মুসলমান ও গাসসানীদের মাঝে মহান মওতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটিকে গাযওয়া বলা হয়। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটিতে অংশগ্রহণ করেননি। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় থাকলেও এর সকল ব্যাপার তাঁকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়।

এ যুদ্ধের কারণ হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর

[৪৩]. আর-রওযুল-উনফ: ৫/৯৪ ফিকহুস-সীরাহ: ২২২.

প্রতিনিধি আল-হারিস ইবনু উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে একটি চিঠি দিয়ে শাম এলাকার বুসরা অঞ্চলের রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠালে শুরাহবীল ইবনু আমর আল-গাসসানী তাঁকে মুসলমান বলে জানতে পেরে হত্যা করে। অথচ সে যুগেও দূত ও প্রতিনিধিদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ ছিলো। তখনকার আচার ও অভ্যাস ছিলো দূতদেরকে হত্যা কিংবা কোন ধরনের কষ্ট না দেয়া।

আল্লাহর রাসূল গাসসানীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ করলে তখনই ৩০০০ যোদ্ধা সংঘটিত হয়। এটিই ছিলো তখন পর্যন্ত নবুওয়াতের পরের সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনী।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সেনাদলের প্রধান হিসেবে নির্ধারণ করেন তাঁরই প্রিয়জন যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে। তাঁকে হত্যা করা হলে জাফর ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে। তাঁকে হত্যা করা হলে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাদা একটি ঝাণ্ডা হস্তান্তর করেন।

এ যুদ্ধে খালিদ ইবনুল-ওলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও অংশগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর এটিই ছিলো তাঁর সর্বপ্রথম যুদ্ধ। যাতে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৩০০০ যোদ্ধার মুসলিম সেনাবাহিনী যখন মাআন এলাকায় পৌঁছালো তখন তাদের নিকট রোমানদের সহযোগিতায় গাসসানীদের দু' লক্ষ যোদ্ধার একটি সেনাবাহিনীর সংবাদ পৌঁছায়।

মুসলমানদের এ ধারণায়ই ছিলো না যে, তারা হঠাৎ এমন এক বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হবে। এতদসত্ত্বেও তারা শত্রু সংখ্যার এমন আধিক্য দেখে ভয় পায়নি। বরং যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ সেনাবাহিনীকে ভাগ করলেন। তিনি কুতবাহ ইবনু কাতাদাহর নেতৃত্বে ডান দিকের সেনাদল এবং আবাবাহ ইবনু মালিক আল-

আনসারীর নেতৃত্বে বাম দিকের সেনাদল গঠন করলেন।

মুসলিম সেনাবাহিনী মুতাহ এলাকায় পৌঁছালে উভয় সেনাদল একে অপরের মুখোমুখী হয়। এখানে দেখার বিষয় হলো, ৩০০০ সৈন্যের একটি সেনাদল দু' লক্ষ সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করছে।

একটি তিক্ত ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। যে যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের প্রচুর বিরল সাহসিকতার প্রকাশ ঘটলো। যা সত্যিই শত্রুদেরকে চিন্তিত করে তোলে।

যায়েদ ইবনু হারিসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঝাণ্ডা হাতে তাঁর সাথের মুসলমানদেরকে নিয়ে বিরল সাহসিকতা ও চরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়।

যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার পর জাফর ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক অতুলনীয় কঠিন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে তাঁকেও হত্যা করা হয়।

জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার পর আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁকেও হত্যা করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের সকল ঘটনা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন। অথচ তিনি তখন মদীনায় অবস্থান করছেন। যখন মুতার সকল সেনানায়ককে হত্যা করা হয় তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا.

"আমাদের কাছে থাকা তাদের জন্য এখন আর আনন্দদায়ক নয়"।[৪৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথাটি এ জন্যই বলেছেন যেহেতু তাঁরা শহীদ হওয়ার পর অতুলনীয় সুখ অনুভব করছেন।

যখন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করা

---

[৪৪]. বুখারী, হাদীস ২৭৯৮.

হলো তখন ঝাণ্ডাটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তাঁর পর আর কোন সেনানায়ক ঠিক করে দেননি। তাই সাবিত ইবনু আক্বরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বেচ্ছায় ঝাণ্ডাটি নিজ হাতে উঠিয়ে নিলেন। তখন মুসলমানরা তাঁর নিকট একত্রিত হলো। তাদের মাঝে খালিদ ইবনুল-ওলীদও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঝাণ্ডাটি তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

যখন খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঝাণ্ডাটি হাতে নিলেন তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় থেকেই তাঁর সাথীদেরকে বললেন:

أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ.

"এখন ঝাণ্ডাটি ধারণ করেছে আল্লাহর এক বিশেষ তরবারী তথা সাহসী যোদ্ধা"।[৪৫]

খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে বিন্যাস করে শত্রু পক্ষের এ তুফানের সামনে অটল থেকে কাফিরদের উপর আক্রমণ করতে সক্ষম হলেন। এরপর তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে রক্ষা করে বিনা ক্ষয়-ক্ষতিতে নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে গুটিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন।

যখন মুতার সেনাবাহিনী নিজেদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গুটিয়ে নিলো তখন মানুষ বলতে লাগলো: يَا فُرَّارُ! তথা হে পলাতকরা! তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

لَيْسُوْا بِالْفُرَّارِ، وَلَكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"তারা পালিয়ে আসেনি। বরং তারা আল্লাহ চাহেতো আবার আক্রমণ করবে"।[৪৬]

---

[৪৫]. মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৯/৩৫২.

[৪৬]. আল-মুস্তাদরাক: ৩/৪৫ হাদীস ৪৩৫৫.

মুতার যুদ্ধে জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাতের পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পরিবারের খোঁজখবর নিতে গিয়ে বলেন:

اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.

"তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি করো। যেহেতু তারা এখন দুঃখ-বেদনায় অস্থির"।[৪৭]

অষ্টম হিজরীর জুমাদাল-আখিরাহ মাসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমর ইবনুল-আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন:

إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمُكَ اللهُ وَيُغْنِمُكَ، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِيْ الْمَالِ، وَإِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِيْ الْجِهَادِ، وَالْكَيْنُوْنَةِ مَعَكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا عَمْرُو! نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

"আমি তোমাকে একটি সেনাদলের সেনানায়ক বানিয়ে পাঠাতে চাই। আল্লাহ তা'আলা সেখান থেকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো সম্পদের জন্য মুসলমান হইনি। আমি মুসলমান হয়েছি আপনার সাথে থেকে জিহাদ করার জন্য। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: হে আমর! উত্তম সম্পদ নেককার ব্যক্তির জন্য অনেক ভালো"।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩০০ যোদ্ধাসহ তাঁকে যাতুস-সালাসিল যুদ্ধে পাঠান।

আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য হলো কুযাআহ গোত্রের লোকদেরকে শায়েস্তা করা। যারা

[৪৭]. তিরমিযী, হাদীস ৯৯৮ আবু দাউদ, হাদীস ৩১৩২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬১০.

মদীনায় আক্রমণের জন্য একত্রিত হয়েছে। আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হঠাৎ তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এরপর তিনি বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে আসলেন। এ যাতুস-সালাসিল যুদ্ধে কোন মুসলমান আহত বা নিহত হয়নি। তাই আল্লাহর নবী এতে অত্যন্ত খুশি হলেন।

অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে আল্লাহর রাসূল আবু কাতাদাহ আল-হারিস ইবনু রিবয়ীকে একটি সারিয়্যায় পাঠান। উদ্দেশ্য হলো গাতাফান গোত্রের একটি জমায়েতকে শায়েস্তা করা যারা মদীনায় আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করছে।

আবু কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে গাতাফান গোত্রের সেই জমায়েতের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের কিছু মানুষকে হত্যা ও বন্দী করে। আর কিছু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অষ্টম হিজরীর দশম রামাযানে ইসলামের সর্ববৃহৎ জয় তথা মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। সেদিন ছিলো এক ঐতিহাসিক দিন। সে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ও রাসূলকে সম্মানিত করেন।

এ মহান বিজয়ের কারণ হলো খুযাআহ গোত্রের সাথে কুরাইশ ও বনু বকরের গাদ্দারি। তারা হুদাইবিয়্যাহর দিনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। অথচ কুরাইশদের সহযোগিতায় বনু বকর খুযাআহ গোত্রের ২০ জন লোককে হত্যা করে।

আমর ইবনু সালিম আল-খুযায়ী মদীনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে মসজিদে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের গাদ্দারির পরিপূর্ণ সংবাদ পেশ করলো। তখন আল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূল বলেন:

نُصِرْتَ يَا عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ!

"তোমাকে সাহায্য করা হবে হে আমর ইবনু সালিম!"।[৪৮]

এরপর খুযাআহ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পুরো সংবাদ জানালো।

কুরাইশরা এ গাদ্দারির পরিণতির কথা চিন্তা করে সন্ধি চুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফয়ানকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পাঠালো। পরিশেষে আবু সুফয়ান কোন কিছু করতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি আল্লাহর নিকট তাঁর ব্যাপারটি কুরাইশদের থেকে লুকিয়ে রাখার আবেদন করে বলেন:

اللَّهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ.

"হে আল্লাহ! আপনি সকল গোয়েন্দা সংবাদ কুরাইশদের থেকে দূরে রাখুন"।[৪৯]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে বের হওয়ার আদেশ করলেন। তেমনিভাবে তিনি সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর সাথে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চিঠি পাঠান।

ইতিমধ্যে ১০ হাজার সাহাবী একত্রিত হলেন। নবুওয়াতের পর এটিই ছিলো তখনকার সর্ববৃহৎ মুসলিম সেনাদল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবাইকে নিয়ে অষ্টম হিজরীর রামাযান মাসের দশম দিনে মদীনা থেকে বের হন।

মক্কার পথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচাতো ভাই আবু সুফয়ান ইবনুল-হারিস এবং তাঁর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উমায়্যাহ ইবনুল-মুগীরাহ মুসলমান হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে।

---

[৪৮]. সুনান আল-কুবরা/বায়হাকী, হাদীস ১৮৮৫৯.

[৪৯]. আল-মুজামুল-কাবীর: ২৩/৪৩৩ আল-মুজামুস-সগীর: ২/১৬৯ আদ-দালায়িল: ৫/৭.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযা থাকাবস্থায় মক্কার পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। তাঁর সাথের সাহাবায়ে কিরামও রোযা অবস্থায় ছিলেন। অত্যধিক তৃষ্ণার কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের মাথায় ও মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন।

যখন তিনি উসফান ও কুদাইদ এলাকার মধ্যবর্তী কাদীদ নামক কুয়ার পাড়ে পৌঁছালেন তখন তিনি সাহাবীদেরকে বললেন:

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ.

"তোমরা শত্রুর নিকটবর্তী হয়েছো। তাই রোযা না রাখলেই তোমরা নিজেদের শরীরে শক্তি অনুভব করবে"।[৫০]

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। সফররত অবস্থায় তাঁদের জন্য তা করা জায়িয ছিলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি পানির পাত্র এনে দিনের বেলায় তা পান করেন। যেন মানুষ তা দেখতে পায়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জুহফাহ এলাকায় পৌঁছালেন তখন তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজ পরিবার ও সন্তাদেরকে নিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দেখে খুব খুশি হন।

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম সেনাদলের আগমনের ব্যাপারটি জানতেন না। তিনিই ছিলেন মদীনার দিকে সর্বশেষ হিজরতকারী। যেহেতু এরপরই মক্কা বিজয় হয় এবং হিজরত বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

"মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই"।[৫১]

---

[৫০]. মুসলিম, হাদীস ১১২০ আবু দাউদ, হাদীস ২৪০৬.

[৫১]. বুখারী, হাদীস ১৮৩৪ মুসলিম, হাদীস ১৮৬৪.

এখানে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা থেকে মদীনামুখী বিশেষ হিজরত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

يَا عَمِّ! اطْمَئِنَّ، فَإِنَّكَ خَاتَمُ الْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ الْهِجْرَةِ كَمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ فِيْ النُّبُوَّةِ.

"হে আমার চাচা! আপনি নিশ্চিন্ত হোন। যেহেতু আপনিই সর্বশেষ হিজরতকারী যেভাবে আমি সর্বশেষ নবী"।[৫২]

আল্লাহর রাসূল মক্কার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যখন সন্ধ্যার দিকে যাহরান এলাকায় পৌঁছালেন তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে আগুন জ্বালানোর আদেশ করলে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

এদিকে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের নিকট কোন গোয়েন্দা তথ্য পৌঁছাতে দিলেন না। ফলে তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোন খবরই জানতে পারেনি। তারা এটাও বুঝতে পারেনি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের গাদ্দারির উত্তর কীভাবে দিবেন।

ইতিমধ্যে আবু সুফয়ান, হাকীম ইবনু হিযাম ও বুদাইল ইবনু ওয়ারকা সংবাদ সংগ্রহের কাজে নেমে গেলো। তবে তারা সবাই মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়ে গেছে।

তারা যখন মক্কা থেকে বের হয়ে মাররুয-যাহরানে আসলো তখন তারা প্রচুর আগুন দেখতে পেলো। দশ হাজার সৈনিকের জ্বালানো আগুন কম নয়। তারা তা দেখে খুবই আতঙ্কিত হলো।

এদিকে আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী এর ব্যাপারটি জানানোর জন্য মক্কার কোন একজনকে খুঁজছিলেন। যেন কুরাইশরা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাকিম ইবনু হিযাম ও বুদাইল ইবনু

---

[৫২]. কানযুল-উম্মাল, হাদীস ৩৭৩৪০ ইবনু আসাকির: ২৬/২৯৬.

ওয়ারকার সাথে মক্কার নেতা আবু সুফয়ানকে দেখে যুদ্ধ না করে কুরাইশদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন।

আবু সুফয়ান যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ১০ হাজার সৈন্য দেখতে পেলো তখন সে বুঝে নিলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই সে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি মেনে নিলো।

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু সুফয়ানকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে গেলেন। যাতে সে মক্কা এলাকাটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে সমর্পণ করতে পারে। তবে আবু সুফয়ান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গেলেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ইসলামের দিকে ডাকলে সে মুসলমান হয়ে যায়।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু সুফয়ানকে বললেন:

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْـمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

"যে আবু সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা পাবে। আর যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে সেখানে বসে থাকবে সেও নিরাপত্তা পাবে"।[৫৩]

অতঃপর আবু সুফয়ান এখান থেকে চলে গিয়ে মক্কার লোকদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিষয়টি জানালেন এবং তিনি তাদেরকে বললেন: কেউ তাঁর সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। আর যে নিজ ঘর থেকে বের হবে তার কোন নিস্তার নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিতে

[৫৩]. মুসলিম, হাদীস ৩৪৩৫.

আদেশ করে তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন:

لاَ تُقَاتِلُوْا إِلاَّ مَنْ قَاتَلَكُمْ، وَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

"যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করবে। তিনি মহিলা ও বাচ্চাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন"।[৫৪]

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সবুজ বর্ণের ঝাণ্ডা উড়িয়ে অষ্টম হিজরীর রামাযানের ১৭ তারিখ জুমাবারে মক্কার উপরি এলাকা কাদার দিক থেকে তাতে প্রবেশ করেন। সে দিন ছিলো মূলতঃ একটি ঐতিহাসিক দিন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি তখন তাঁর প্রতিপালকের প্রতি ভীষণ অবনত ছিলেন। যেহেতু তিনিই তাঁকে মক্কা বিজয়ের সম্মানে সম্মানিত করলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে উচ্চস্বরে সূরা আল-ফাতহ পড়ছিলেন। আর মক্কাবাসীরা তাদের ঘর থেকে এ মহান দৃশ্য দেখছিলো।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য খাইফ এলাকায় তাঁর আদেশ মুতাবিক তাবু টাঙ্গানো হলে তিনি সেখানেই অবতরণ করেন।

ইতিমধ্যে উম্মে হানী তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন: মারহাবা, হে উম্মে হানী! তখন উম্মে হানী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার অমুক অমুক দু'জন আত্মীয়কে নিরাপত্তা দিয়েছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ!

[৫৪]. আত-তাবাকাতুল-কুবরা/ইবনু সা'দ: ২/৩১৭.

"হে উম্মে হানী! তুমি যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছো আমিও তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি"।[৫৫]

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে হারামে আসলেন। তাঁর সামনে ও পেছনে তথা চতুর্দিকে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ তাকবীর ও তাহলীল পড়ছিলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে হাতের লাঠি দিয়ে সেটিকে স্পর্শ করে উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে কা'বার চতুষ্পার্শ্বে সাতটি চক্কর দিলেন। তখন কা'বার চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি ছিলো।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন একটি মূর্তির কাছে গেলেই সেটি লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾.

"হে রাসূল! আপনি বলুন, সত্য এসে গেছে। আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই"।[৫৬]

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ﴾.

"হে রাসূল! আপনি বলুন, সত্য এসে গেছে। আর মিথ্যা নতুনভাবে আবির্ভূতও হবে না। তেমনিভাবে এর পুনরাবৃত্তিও হবে না"।[৫৭]

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ লাঠি দিয়ে কোন মূর্তির চেহারার দিকে ইশারা করতেই তা চিৎ হয়ে পড়ে যায়। আর মূর্তিটি পড়ে গেলে সাহাবায়ে কিরাম সেটিকে ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবেই কা'বার চতুষ্পার্শ্বের ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়।

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বার দারোয়ান উসমান ইবনু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ডেকে কা'বার খোলার

---

[৫৫]. বুখারী, হাদীস ৫৮২৯.
[৫৬]. সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাঈল: ৮১.
[৫৭]. সূরা সাবা: ৪৯.

আদেশ করলে তিনি তা খুলে দেন। মূলতঃ তাঁর কাছেই কা'বার চাবি থাকতো। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সেখানকার মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলার আদেশ করলে তিনি সেগুলো সরিয়ে ফেলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিলাল ইবনু রাবাহ এবং উসামাহ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে সাথে নিয়ে কা'বায় প্রবেশ করে সেটির দরজা বন্ধ করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি পিলারকে বামে এবং দু'টি পিলারকে ডানে আর তিনটি পিলারকে পেছনে রেখে দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। তখন কা'বার ছয়টি পিলার ছিলো।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা থেকে বের হলে মানুষ তাঁর উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। তিনি তাদের এক মহান ভাষণ দিয়েছেন। তিনি তাতে নিজ প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করার পর বলেন:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! مَا تَرَوْنَ أَنِّيْ فَاعِلٌ بِكُمْ؟ قَالُوْا: خَيْرًا، أَخٌ كَرِيْمٌ وَابنُ أَخٍ كَرِيْمٍ، فَقَالَ: أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لِإِخْوَتِهِ: لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

"হে কুরাইশরা! তোমাদের কী মনে হয়, আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করবো? তারা বললো: আপনি আমাদের সাথে ভালো আচরণই করবেন। যেহেতু আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাইয়ের ছেলে। তখন তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে তাই বলবো যা ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি বললেন: তোমাদেরকে আজ কোন তিরস্কার করবো না। যাও, তোমরা এখন থেকে মুক্ত"।[৫৮]

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে

[৫৮]. সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৪১২.

বসলেন। তখন তাঁর হাতে কা'বার চাবি ছিলো। ইতিমধ্যে আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! হাজীদেরকে পানি পান করানোর পাশাপাশি আপনি দারওয়ানির কাজটিও আমাদেরকে দিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন: উসমান ইবনু তালহা কোথায়? তাঁকে ডাকা হলে তিনি তাঁকে বলেন:

خُذُوْهَا يَا بَنِيْ أَبِيْ طَلْحَةَ! تَالِدَةً خَالِدَةً، لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلاَّ ظَالِمٌ.

"হে বনু আবী তালহা! তোমরা চাবিটি চিরদিনের জন্য নিয়ে যাও। একমাত্র জালিমই তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিবে"।[৫৯]

যখন সবকিছু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিয়ন্ত্রণে এসে গেলো তখন মক্কাবাসীরা তাঁর নিকট বায়আত করতে আসলো। ইতিমধ্যে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশ মহিলাদেরকে বায়আত করেন। এ পর্যায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি ফতোয়া জারি করেন। তিনি মদ, মৃত পশু, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম করে দেন।

আরবদের অন্তরে মক্কা বিজয়ের এক বিরাট প্রভাব পড়েছে। যেহেতু তারা মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের পরিণতি দেখতে চেয়েছিলো। তাই যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরাইশদের উপর বিজয়ী হলেন এবং মক্কা স্বাধীন করা হলো তখন মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পর ১৯ দিন সেখানে অবস্থান করেন।

অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শনিবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুনাইন এলাকার দিকে রওয়ানা করেন। সেটি ছিলো

---

[৫৯]. মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৩/২৮৫.

মূলতঃ তায়েফের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা।

হুনাইনের দিকে রওয়ানা করার কারণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এ কথা পৌঁছালো যে, তায়েফ অধিবাসী হাওয়াযিন গোত্র মক্কায় অবস্থানকারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত করেছে। তাই তিনি তাদের আগমনের আগেই তাদের দিকে রওয়ানা করলেন।

হাওয়াযিন গোত্র ২০ হাজার সৈন্য একত্রিত করেছে। তারা নিজেদের সম্পদ তথা উট ও ছাগল এবং নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে বেরিয়েছে। তাদের নেতৃত্বে ছিলো মালিক ইবনু আউফ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে বের হলেন। ১০ হাজার সৈন্য মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে মদীনা থেকে এসেছে। আর ২ হাজার সৈন্য সদ্যমুক্ত মক্কার অধিবাসী।

নবী মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় আত্তাব ইবনু উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মক্কার আমীর বানিয়ে দিলেন। তিনিই মক্কার জন্য ইসলামের প্রথম আমীর।

হুনাইনের পথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাতু আনওয়াত নামক একটি প্রকাণ্ড গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আরবরা যেটিকে স্পর্শ করে বরকত হাসিল ও সেটির ইবাদাত করতো। তখন সদ্যমুক্ত মক্কার দুর্বল মুসলমানরা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য একটি যাতু আনওয়াত ঠিক করুন যেমনিভাবে ওদের একটি যাতু আনওয়াত রয়েছে।

তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগ করে বললেন:

اللهُ أَكْبَرُ، قُلْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى لِمُوْسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ.

"কী আশ্চর্য! সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা তেমনই বলেছো যেমন মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিলো: আপনি আমাদের জন্য একটি ইলাহ ঠিক করুন যেমনিভাবে তাদের জন্য অনেকগুলো ইলাহ রয়েছে"।[৬০]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুনাইন উপত্যকায় পৌঁছে সেহরীর সময় নিজ সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে তাদেরকে ঝাণ্ডা ও পতাকাগুলো বুঝিয়ে দেন। তিনি সুন্দরভাবে নিজ সেনাবাহিনীর সারি বিন্যাস করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালিদ ইবনুল-ওলীদকে অশ্বারোহীদের দায়িত্ব দিয়ে নিজ সাহাবীদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন। যদি তাঁরা ধৈর্য ধরেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকেন।

সদ্যমুক্ত মক্কার কিছু মুসলমান মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখে গর্বিত হয়ে বলে, আল্লাহর কসম! আমরা সংখ্যার স্বল্পতার দরুন পরাজিত হবো না। তারা মূলতঃ সংখ্যার উপরই ভরসা করেছে।

মুসলমানরা ইতিমধ্যে হুনাইন উপত্যকার দিকে নামতে শুরু করলো। সেটি ছিলো অত্যন্ত ঢালু এলাকা। তারা জানতো না যে, হাওয়াযিন গোত্র উপত্যকার নিচে ওঁৎ পেতে আছে।

তাই তারা উপত্যকায় অবতরণ করতেই হাওয়াযিন গোত্রের সেনাদলগুলো একযোগে তাদের ভীষণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খালিদ ইবনুল-ওলীদের গায়ে আঘাত লাগলে তিনি পড়ে যান। বনু সুলাইমের অশ্বারোহীরা ময়দান ছেড়ে চলে গেলো। এদিকে সদ্যমুক্ত মক্কাবাসীরা তাদের অনুসরণ করলো। এভাবেই মুসলমানরা সব জায়গা থেকে পালিয়ে যেতে লাগলো।

বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ফলে মুসলমানরা এমন এক তীরন্দাজ সম্প্রদায়ের মুখোমুখী হলো, যাদের কোন একটি তীর লক্ষ্যচ্যুত হয় না। তাই তারা নির্ভুলভাবে মুসলমানদের প্রতি তীর

---

[৬০]. তিরমিযী, হাদীস ২১৮০ আহমাদ, হাদীস ২১৩৯০.

নিক্ষেপ করতে লাগলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটু ময়দানের ডান দিকে সরে গেলেন। তাঁর সাথে কিছু মুহাজির, আনসারী ও তাঁর পরিবারের লোকজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, উমর ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদেরকে এ বলে ডাকছিলেন:

إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ! هَلُمُّوْا إِلَيَّ، أَنَا رَسُوْلُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدٌ.

"হে আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে চলে আসো। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি মুহাম্মাদ"।[৬১]

এ ডাকে কোন সাহাবী তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলো না। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর খচ্চরকে নিয়ে মুশরিকদের দিকে দৌড়াচ্ছেন ও বলছেন:

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

"আমি মিথ্যুক নবী নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান"।[৬২]

এদিকে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খচ্চরের লাগাম ধরে এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফয়ান ইবনুল-হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পাদানি ধরে সেটিকে শত্রুর দিকে দৌড়াতে বাধা দিচ্ছেন।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে নিজ প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চেয়ে দুআপ্রার্থী হয়ে বলেন:

اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لاَ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ.

"হে আল্লাহ! আপনি নিজ সাহায্য অবতীর্ণ করুন। হে আল্লাহ!

---

[৬১]. ইবনু কাসীর: ৪/১২৪.

[৬২]. বুখারী, হাদীস ২৯৩০ মুসলিম, হাদীস ১৭৭৬.

আপনি যদি চান আজকের পর আর আপনার ইবাদাত করা হবে না”।[৬৩]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথের অবিচল সাহাবায়ে কিরামও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা এ রকম কঠিন পরিবেশে তাঁর সাহসিকতা ও অবিচলতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

“যখন যুদ্ধ কঠিনভাবে লেগে যেতো এবং উভয় পক্ষ একে অপরের সম্মুখীন হতো তখন আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আশ্রয় গ্রহণ করতাম”।[৬৪]

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উচ্চ কণ্ঠধারী চাচা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন:

يَا عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ.

“হে আব্বাস! আপনি হুদাইবিয়্যার গাছের নিচে বায়আতকারীদেরকে ডাকুন”।[৬৫]

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে ডাক দিলে তাঁর আওয়াজ শুনা মাত্রই লাব্বাইক লাব্বাইক বলে তাঁর দিকে ছুটে আসলেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ নিজের উটটিকে ফিরাতে না পেরে তার রশি ছেড়ে দিয়েই আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দিকে চলে আসেন।

বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সম্পর্কে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই বলেন:

وَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِيْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا

---

[৬৩]. ইবনু আবী শাইবাহ/মুসান্নাফ: ৮/৫৫১ হাদীস ৫৫৫৬.

[৬৪]. আহমাদ/মুসনাদ, হাদীস ১৩৪৬.

[৬৫]. মুসলিম, হাদীস ১৭৭৫.

وَفَاءً بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.

"আল্লাহর কসম! তারা আমার আওয়াজ শুনামাত্রই বায়আতে রিযওয়ানের অঙ্গীকার রক্ষার্থে আমার দিকে দ্রুত ছুটে আসলো যেমনিভাবে গাভী তার সন্তানের ডাকে ফিরে আসে"।[৬৬]

সাহাবায়ে কিরাম কঠিনভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খচ্চরের পিঠ থেকে তা দেখে বলেন: "এখন যুদ্ধ জমেছে"।

এরপর নবী কিছু কুচি কঙ্কর কাফিরদের চেহারার দিকে মেরে বলেন: "তারা ধ্বংস হয়ে যাক"। ফলে তাদের এমন কোন লোক বাকি ছিলো না যার চোখ ও মুখ মাটি দিয়ে ভর্তি হয়নি।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

انْهَزَمُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

"কা'বার প্রতিপালকের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে। কা'বার প্রতিপালকের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে"।[৬৭]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতা অবতীর্ণ করে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةً، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً...﴾.

"বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বহু যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে হুনাইনের যুদ্ধে। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিলো। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই

---

[৬৬]. মুসলিম, হাদীস ১৭৭৫.
[৬৭]. মুসলিম, হাদীস ১৭৭৫.

আসেনি”।[৬৮]

মূলতঃ ফিরিশতাগণ হুনাইন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও তাঁরা সরাসরি যুদ্ধ করেননি। বরং তাঁরা কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢুকানো ও তাদেরকে আতঙ্কিত করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন।

ফিরিশতাগণ শুধু বদর যুদ্ধেই সরাসরি যুদ্ধ করেছেন। আর এটিই ছিলো সে যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

যখন ফিরিশতাগণ নাযিল হলেন তখন কাফিররা এদিক সেদিক পালিয়ে গেলো। এদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খবর নিয়ে দেখলেন, খালিদ ইবনুল-ওলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ভীষণভাবে আহত হয়ে নিজ উটের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তিনি আর নড়াচড়া করতে পারছেন না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট এসে তাঁর ক্ষত জায়গাগুলোয় ফুঁ দিয়ে সেগুলোকে নিজ হাত দিয়ে মুছে দিলে তাঁর ক্ষতগুলো ভালো হয়ে যায়। এটি ছিলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি বিশেষ মু'জিযাহ।

এদিকে মুসলমানরা খুঁজে খুঁজে কাফিরদেরকে হত্যা ও বন্দী করছে। ফলে তারা নিজেদের স্ত্রী-সন্তান ও উটগুলো রেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।

এতে করে কাফিরদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলো মুসলমানদের হাতে চলে আসে। সেগুলো পরিমাণে অনেক ছিলো। তাদের স্ত্রী-সন্তান ছাড়াও এক হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগল ও চার হাজার উকিয়া (২০০ গ্রাম) রুপা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিইররানাহ এলাকায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলোকে একত্রিত করার আদেশ করলে সেগুলোকে সেখানে একত্রিত করে সেগুলোর উপর পাহারাদার নিয়োগ করা হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলো বন্টন না

---

[৬৮]. সূরা আত-তাওবাহ: ২৫.

করে তায়েফে আশ্রয় নেয়া কাফিরদের পিছু নেয়ার আদেশ করেন।

তায়েফ যুদ্ধ মূলতঃ হুনাইন যুদ্ধেরই ধারাবাহিকতা। যেহেতু হাওয়াযিন গোত্রের অধিকাংশ পরাজিতরা হুনাইন থেকে পালিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তায়েফে পৌঁছে সেটিকে কঠিনভাবে ঘেরাও করে। কিন্তু সেখানকার কেল্লা বা দূর্গগুলো মজবুত হওয়ার দরুন বিজয়ের কোন আলামত দেখা যাচ্ছিলো না।

এদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বপ্নে দেখলেন, তাঁকে তায়েফ বিজয়ের কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই তিনি সবাইকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে তায়েফ ছেড়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানালেন।

মুসলমানরা তাদেরকে বদদুআ করতে বললে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفاً وَأْتِ بِهِمْ.

"হে আল্লাহ! আপনি সাকিফ গোত্রকে হিদায়েত দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসেন"।[৬৯]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তায়েফ ছেড়ে জিইররানাহ এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে সুরাকাহ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিইররানায় পৌঁছে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলো বন্টন করা শুরু করেন। তিনি আরব নেতা আবু সুফয়ান, উয়াইনাহ ইবনু হিসনের মতো লোকদেরকে ১০০টি করে উট দেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব নেতাদেরকে এতো বেশি দিলেন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও তাদের অন্তরে ইসলামকে বসিয়ে দিতে। কারণ, তাদের ইসলামে দুর্বলতা ছিলো।

---

[৬৯]. তিরমিযী, হাদীস ৩৮৭৭.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসার ছাড়া সবাইকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিলেন। কিন্তু তিনি আনসারীদেরকে কিছুই দিলেন না। বরং তিনি দেয়ার ক্ষেত্রে আরবদেরকে আনসারীদের উপর অগ্রাধিকার দিলেন।

ফলে আনসারীরা একে অপরের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ দিতে লাগলেন। এমনকি আনসারীদের নেতা সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আনসারীরা আপনার আচরণে কষ্ট পেয়েছে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন: তুমি আনসারীদেরকে আমার নিকট একত্রিত করো। অতঃপর সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনসারীদেরকে একত্রিত করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সংবাদ দিলে তিনি সেখানে এসে তাদেরকে বলেন:

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِيْ عَنْكُمْ، أَوَجَدْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ فِيْ لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْماً لِيُسْلِمُوْا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلاَمِكُمْ، أَفَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بَالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ، وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"হে আনসারীরা! তোমাদের একটি কথা আমার কানে এসেছে। তোমরা নাকি দুনিয়ার কিছু সম্পদের ব্যাপারে আমার উপর রাগ করেছো। যা দিয়ে আমি কিছু মানুষকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট করেছি? আর তোমাদেরকে নিজেদের ইসলামের দিকে সোপর্দ করেছি। তোমরা কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ ছাগল ও উট নিয়ে ফিরে যাবে। আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরে যাবে"।[৭০]

এ কথা শুনে আনসারীরা খুব কান্না করলেন।

এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব নেতাদেরকে বেশি সম্পদ দেয়া এবং কিছু সাহাবীদেরকে একেবারে না দেয়ার কারণ

[৭০]. আস-সাহীহুল-মুসনাদ/আল-ওয়াদিয়ী, হাদীস ৪০২ আহমাদ, হাদীস ১১৭৩০ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩৩০১৮ আবু ইয়ালা, হাদীস ১০৯২.

উল্লেখ করলেন। আর তা হলো তাদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তিনি বলেন:

إِنِّيْ أُعْطِيْ قَوْماً أَخَافَ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى.

"আমি কিছু লোকদেরকে এ জন্যই দেই যে, তাদেরকে না দিলে তারা অস্থির হয়ে যাবে। আর অন্যদেরকে আল্লাহ তাদের অন্তরে যে কল্যাণ ও ধনাঢ্যতা দিয়েছেন সেদিকে সোপর্দ করি"।[৭১]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জিইররানাহ এলাকায় জমাকৃত হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের সম্পদ বন্টন করে শেষ করলেন তখন তিনি সেখান থেকে রাত্রি বেলায় উমরাহর নিয়্যাত করলেন। এ উমরাহকে জিইররানাহর উমরাহ বলা হয়।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হয়ে অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাসে মদীনায় ফিরে আসেন।

অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছেলে ইব্রাহীম আলিয়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করে। যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মা মারিয়া আল-কিবতিয়্যাকে রেখে আসেন।

মূলতঃ মারিয়া আল-কিবতিয়্যাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট দাসী হিসেবে ছিলেন। কিবতী রাষ্ট্রপতি মুকাওকিস তাঁকে হাদিয়া হিসেবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সোপর্দ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাসী হিসেবেই তাঁর সাথে সহবাস করেন। তিনি কখনো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রী ছিলেন না।

ইমাম মুসলিম তাঁর বিশুদ্ধ কিতাবে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

---

[৭১]. বুখারী, হাদীস ৩১৪৫.

থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

"গত রাতে আমার একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে। যার নাম আমি নিজ পিতা ইব্রাহীমের নামে নামকরণ করেছি"।[৭২]

যেহেতু ইব্রাহীমের মা মারিয়া আল-কিবতিয়্যাহর বুকের দুধ কম ছিলো, তাই আনসারী মহিলারা তাকে দুধ পান করানোর জন্য প্রতিযোগিতা করছিলো। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে দুধ পান করানোর জন্য উম্মে সাইফের নিকট হস্তান্তর করলেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْخُذُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে নিজ পরিবারের প্রতি অতি দয়ালু আর কাউকে দেখতে পাইনি। তিনি ইব্রাহীমের কাছে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে চুমু খেতেন"।[৭৩]

নবম হিজরীকে সীরত গবেষকরা আমুল-উফূদ তথা প্রতিনিধি দলের বছর বলে নাম রেখেছেন। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবম বছরের পুরোটাই মদীনায় বসে প্রতিনিধি দলসমূহকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।

যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার জন্য মদীনায় আগমন করেছে, এমন প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ছিলো ৬০ এর বেশি। ফলে এ বছরটি ছিলো মূলতঃ প্রতিনিধি দলের বছর।

যারা নবম হিজরীতে মদীনায় এসেছে এমন কিছু প্রতিনিধি দল

---

[৭২]. মুসলিম, হাদীস ২৩১৫ আহমাদ, হাদীস ১৩০১৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩১২৬.
[৭৩]. মুসলিম, হাদীস ৪৪০৩.

নিম্নরূপ:

১. বাহেলাহ প্রতিনিধি দল। **২.** বনী তামীম প্রতিনিধি দল। **৩.** বনী আসাদ প্রতিনিধি দল। **৪.** বাজীলাহ ও আহমাস প্রতিনিধি দল। আরো অনেক।

নবম হিজরীর রজব মাসে হাবাশা বা ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতি আসহামাহ আন-নাজাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইথিওপিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর গায়েবী জানাযাহ আদায় করেন।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَى أَخِيْكُمْ أَصْحَمَةَ.

"আজ একজন নেককার বান্দা মৃত্যুবরণ করেছে। তোমরা উঠো তোমাদের ভাই আসহামার জানাযার সালাত আদায় করো"।[৭৪]

আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.

"ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপতি নাজাশী যে দিন মৃত্যুবরণ করেছে সে দিনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে বলেন: তোমরা নিজেদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো"।[৭৫]

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন:

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِيْ الصَّفِّ الثَّانِيْ أَوِ الثَّالِثِ.

---

[৭৪]. বুখারী, হাদীস ৩৮৭৭ মুসলিম, হাদীস ৯৫২.

[৭৫]. বুখারী/আল-ফাতহ, হাদীস ৩৮৮০.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ করে নাজাশীর জানাযার নামায পড়িয়েছেন। আমি তখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম"।[৭৬]

নবম হিজরীর রজব মাসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শেষ যুদ্ধ তথা তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাবুক এলাকা মদীনা থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় তখনকার যুগের বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র তথা রোমের সাথে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ করেন।

তাবুক যুদ্ধটি সংঘটিত হয় কঠিন একটি পরিস্থিতিতে। যখন পরিবেশ অত্যন্ত গরম ছিলো। উপরন্তু এর দূরত্বও কম ছিলো না। এ জন্য এ যুদ্ধকে গাযওয়াতুল-উসরাহ তথা সঙ্কটকালীন সময়ের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মূলতঃ তাবুক যুদ্ধে বের হওয়া ইচ্ছাধীন ছিলো না। বরং তা সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো। তবে যার কোন রোগ ইত্যাদি জাতীয় ওযর ছিলো সে ব্যতীত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই কঠিন সময়ের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে সাদাকার প্রতি উৎসাহিত করলেন। ফলে সাহাবায়ে কিরাম সাদাকা করার ক্ষেত্রে এক চমৎকার প্রতিযোগিতা শুরু করলেন।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পুরো সম্পদই এ সেনাবাহিনীর জন্য খরচ করলেন। আর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দিলেন তাঁর সম্পদের অর্ধেক।

এদিকে উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন সাদাকা করলেন, যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনা যায়নি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এ বিশাল সাদাকা দেখে অত্যধিক খুশি হয়ে বললেন:

---

[৭৬]. বুখারী, হাদীস ৩৬৬৫.

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ.

"আজকের পর উসমান যাই করুক না কেন তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না"।[৭৭]

অন্য দিকে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৮০০০ দিরহাম নিয়ে আসলেন। এভাবেই উক্ত সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম লাগাতার সাদাকা করতে থাকেন।

মুনাফিকরা সাহাবায়ে কিরামের এভাবে সাদাকা করতে দেখে তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করতে শুরু করলো।

ধনী কেউ সাদাকা করলে তারা বলে: এ লোকটি মানুষকে দেখানোর জন্য সাদাকা করেছে। আর কম সম্পদের কেউ এক সা' সমপরিমাণ সাদাকা করলে তারা বলে: আল্লাহ এর এক সায়ের মুখাপেক্ষী নন।

মুনাফিকরা এভাবেই অন্যদেরকে নিরোৎসাহী করার ভূমিকা পালন করছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন:

﴿الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾.

"যারা মু'মিনদের মধ্যকার মুক্ত হস্তে দানকারীদেরকে দোষারোপ করে এবং সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদের বিদ্রূপের প্রতিদান দিবেন উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি"।[৭৮]

কোন ওযর ছাড়াই কিছু সত্যবাদী সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা মূলতঃ সত্যবাদী মুসলিম ছিলেন। তাঁদের ইসলামে কোন ধরনের সন্দেহ ছিলো না। যাঁরা বিনা ওযরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ

---

[৭৭]. তিরমিযী, হাদীস ৩৭০১.

[৭৮]. সূরা আত-তাওবাহ: ৭৯.

করেননি তাঁরা হলেন:

১. কা'ব ইবনু মালিক **২.** হিলাল ইবনু উমায়্যাহ **৩.** মুরারাহ ইবনুর-রবী' **৪.** আবু লুবাবাহ ইবনু আব্দিল মুনযির ও অন্যান্যরা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩০,০০০ সৈন্যের এ বিশাল সেনাবাহিনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এটিই ছিলো নবুওয়াতের পরের সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনী।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর পরিবারের দেখাশুনার জন্য নিজ প্রতিনিধি বানিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করার আদেশ করলে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আপনি কি আমাকে মহিলা ও বাচ্চাদের মাঝে রেখে যেতে চান? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন:

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ.

"তুমি কি আমার সাথে এমন সম্পর্কে রাজি নও যে সম্পর্ক ছিলো মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে হারূন (আলাইহিস-সালাম) (আলাইহিস-সালাম) এর। তবে আমার পর আর কোন নবী নেই"।[৭৯]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা করে সানিয়াতুল-ওদায়ে অবস্থান করে সেনাবাহিনীর মাঝে ঝাণ্ডা ও পতাকাগুলো বন্টন করলেন। তবে তাঁর সেই সেনাবাহিনীতে প্রচুর মুনাফিক ছিলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুকের পথে সালিহ (আলাইহিস-সালাম) এর সম্প্রদায় সামূদের এলাকা হিজরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের উটকে দ্রুত চালিয়ে সামূদের এলাকায় না ঢুকে তাদের পাশের এলাকায় অবস্থান করলেন।

ইতিমধ্যে কিছু লোক হিজরের কুয়া থেকে পানি নিয়ে নিজেদের

[৭৯]. বুখারী, হাদীস ৩৭০৬ মুসলিম, হাদীস ২৪০৪.

আটা খামিরা বানিয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সম্পর্কে জানতে পেরে বলেন:

لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ عُذِّبُوْا، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ.

"তোমরা এ শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এলাকায় প্রবেশ করো না। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের উপর তেমন শাস্তি নেমে আসবে যা তাদের উপর নেমে এসেছিলো"।[৮০]

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানকার কুয়া থেকে পানি পান ও তা সংগ্রহ না করতে আদেশ করেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: আমরা তো সে পানি দিয়ে খামিরা বানিয়ে নিয়েছি এবং তা সংগ্রহ করেছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সে পানি ও খামিরা ফেলে দিতে আদেশ করেন।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের মাঝে এক মহান বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁদেরকে কাফিরদের শাস্তির জায়গায় প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক করেন। যেন তাদের উপর সে শাস্তি নেমে না আসে যা ওদের উপর নেমে এসেছিলো।

তাবুকের পথে রাতের বেলায় সেনাবাহিনী এক জায়গায় অবস্থান করলে ফজরের সালাতের একটু আগে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুগীরা ইবনু শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাথে নিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণে বের হন।

ফজরের সালাতে উপস্থিত হতে তাঁর দেরি হলে সাহাবায়ে কিরাম আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ফজরের ইমামতির জন্য সামনে আগিয়ে দেন।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বিতীয় রাকআতে পৌঁছালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন উপস্থিত হয়ে তাঁর

[৮০]. বুখারী, হাদীস ৩৩৭৯ মুসলিম, হাদীস ২৯৮১ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৬২০৩.

সাথে এক রাকআত পড়ে বাকি রাতআত পূর্ণ করেন।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সালাম ফিরালে সাহাবায়ে কিরাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বাকি রাকআত পূর্ণ করতে দেখে তাঁরা মনে কষ্ট পেলেন।

তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরিয়ে তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ.

"তোমরা ভালো করেছো বা সঠিক করেছো"।[৮১]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সময় মতো সালাত কায়েম করতে দেরি না করায় তাঁদের সমর্থন জানালেন।

এদিকে ইমাম আহমাদ ও ইবনু সা'দ (রাহিমাহুমাল্লাহ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি দুর্বল যাতে বলা হয়েছে,

مَا قُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّى يُصَلِّيَ خَلْفَ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أُمَّتِهِ.

"কোন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের একজন নেককারের পেছনে সালাত আদায় করা ছাড়া মৃত্যু বরণ করেননি"।[৮২]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুকের পথের শেষের দিকে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন:

إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوْكٍ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا حَتَّى آتِيَ.

"তোমরা আগামি কাল আল্লাহ চাহেতো তাবুকের কুয়ায় পৌঁছাবে। কেউ সেখানে পৌঁছালে আমি আসা পর্যন্ত সেখানকার পানি

---

[৮১]. মুসলিম, হাদীস ২৭৪ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ১৬৪২.

[৮২]. আহমাদ, হাদীস ১৮১৬৪ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৩৪২ তাবারানী/কাবীর, হাদীস ১০৩৫ আওসাত, হাদীস ৩৪৭২ সাগীর, হাদীস ৩৬৯.

স্পর্শ করবে না”।[৮৩]

মুসলমানরা যখন তাবুকে পৌঁছালেন তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, কুয়াতে পানি কম। এদিকে দু’জন মুনাফিক সেখান থেকে পানি নিয়েছে। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দেখলেন, তাঁর আগেই দু’জন ব্যক্তি তাবুকের কুয়ায় পৌঁছে সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করেছে তখন তিনি তাদেরকে লা’নত করেন। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুকের পানি দিয়ে নিজের হস্তদ্বয় ও চেহারা ধৌত করেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

يُوْشِكُ يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَاناً.

“হে মুআয! তুমি দীর্ঘজীবি হলে অচিরেই দেখতে পাবে, এখানকার পুরো এলাকা বাগানে ভরে গেছে”।[৮৪]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য তাবু টানানো হলো এবং তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি কোন ষড়যন্ত্র বা শত্রুর মুখামুখী হননি।

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাম এলাকার বংশগুলোর নিকট ছোট ছোট সেনাদল এবং রোম সম্রাটের নিকট একটি চিঠিও পাঠান।

এদিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়লাবাসী এবং জারবা ও আযরুহ এলাকার ইহুদিদের সাথে সমঝোতা চুক্তি করেন। উপরন্তু তিনি খালিদ ইবনুল-ওলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ৪২০ জন সৈন্য দিয়ে দূমাতাল-জান্দালের অধিনায়ক উকাইদিরের নিকট পাঠান।

অতঃপর দূমাতুল-জান্দালের অধিনায়ক উকাইদির নবী (সাল্লাল্লাহু

---

[৮৩]. মুসলিম, হাদীস ৭০৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৬৫৩৭ মুওয়াত্তা/মালিক, হাদীস ৩৩৫.

[৮৪]. মুসলিম, হাদীস ৭০৬ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৬৫৩৭.

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে জিযিয়া কর প্রদানের চুক্তি করে। উপরন্তু সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একটি খচ্চর এবং স্বর্ণখচিত একটি সিল্কের জুব্বা দেন।

সাহাবায়ে কিরাম জুব্বার সৌন্দর্যে আশ্চর্য হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে বলেন:

أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ.

"তোমরা কি এর কোমলতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছো? নিশ্চয়ই সা'দ ইবনু মুআযকে দেয়া জান্নাতের রুমালগুলো এর চেয়ে অনেক উন্নত ও নরম হবে"।[৮৫]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিহয়া আল-কালবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে একটি চিঠি দিয়ে রোম সম্রাট কাইসারের নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি তাকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের আহ্বান জানান। ইসলাম, জিযিয়া কর অথবা যুদ্ধ।

রোম সম্রাট কাইসার সেনানায়কদেরকে ডেকে তাদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চিঠি পড়ে শুনালে তারা বললো: আল্লাহর কসম! আমরা তাঁর ধর্মে প্রবেশ করবো না। না তাঁকে জিযিয়া কর দেবো। না তাঁর সাথে যুদ্ধ করবো।

অতঃপর কাইসার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এ মর্মে চিঠি পাঠালে তিনি তা নিয়ে ক্ষান্ত হন। এদিকে আরবরা জানতে পারে যে, রোমানরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পায়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুকে ২০ দিন অবস্থানের পর মদীনায় ফিরে যান। তিনি ইতিমধ্যে শত্রুর পক্ষ থেকে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হননি।

---

[৮৫]. বুখারী, হাদীস ৩৮০২ মুসলিম, হাদীস ২৪৬৮.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরা উপত্যকায় পৌঁছে নিজ সাথীদেরকে বলেন:

إِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْـمَدِيْنَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ.

"আমি দ্রুত মদীনায় ফিরে যাবো। তোমাদের কেউ আমার সাথে দ্রুত চলে যেতে চাইলে সে যেন তাই করে"।[৮৬]

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যী আওয়ান এলাকায় পৌঁছালেন তখন তাঁর উপর এ মর্মে ওহী নাযিল হয় যে, মুনাফিকরা মসজিদে যেরার তৈরি করেছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটিকে আগুনে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ করেন।

অতঃপর নবী তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন:

إِنَّ بِالْـمَدِيْنَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْتُمْ مَسِيْراً وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ فِيْهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

"মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে তোমরা যে পথেই যাও না কেন এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করো না কেন তারা তোমাদের সাথেই রয়েছে। তারা মূলতঃ ওযরের কারণেই আটকা পড়েছে"।[৮৭]

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি বললেন:

هَذِهِ طَيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ.

"এটি তায়বাহ অথবা তাবাহ"।[৮৮]

এরপর তিনি যখন উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেন:

هَذَا جَبَلٌ نُحِبُّهُ وَيُحِبُّنَا.

---

[৮৬]. বুখারী, হাদীস ১৪৮১ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪৫০১, ৪৫০২, ৪৫০৩ মুসনাদ/আহমাদ, হাদীস ২৩৬০৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩০৭৯.

[৮৭]. বুখারী, হাদীস ২৮৩৯ মুসলিম, হাদীস ১৯১১.

[৮৮] . বুখারী, হাদীস ১৪৮১ মুসলিম, হাদীস ১৩৯২.

"এটি এমন একটি পাহাড় যেটিকে আমরা ভালোবাসি এবং সেও আমাদেরকে ভালোবাসে"।[৮৯]

মদীনার লোকেরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমনের খবর শুনে সানিয়্যাতুল-ওয়াদায়ের দিকে বের হয়ে তাঁর সাথে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে।

সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

أَذْكُرُ أَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ.

"আমার মনে পড়ে আমি তাবুক যুদ্ধ শেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মদীনায় আগমনে তাঁর সাক্ষাতের জন্য বাচ্চাদের সাথে সানিয়্যাতুল-ওয়াদায়ে গিয়েছিলাম"।[৯০]

তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া লোকগুলো চার ভাগে বিভক্ত:

১. যাঁরা যুদ্ধে না যেতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন: আলী ইবনু আবী তালিব, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁরা যুদ্ধের সাওয়াব পাবেন।

২. যাঁদের ন্যায়সঙ্গত ওযর ছিলো। তাঁরা হলেন দুর্বল ও রোগাক্রান্ত।

৩. যাঁরা পাপী ও গুনাহগার। যেমন: যুদ্ধে না যাওয়া সত্যবাদী তিনজন।

৪. যারা নিন্দিত ও তিরস্কারপ্রাপ্ত। তারা হলো মুনাফিকরা।

যারা বিনা ওযরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বয়কট করার আদেশ করেন। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মু'মিনরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

---

[৮৯]. বুখারী, হাদীস ১৪৮১ মুসলিম, হাদীস ১৩৯২.
[৯০]. বুখারী, হাদীস ৪১৬৪.

বেদুঈনরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাদের তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার কিছু ঠুনকো যুক্তি উপস্থাপন করলে তিনি তাদের প্রকাশ্য ওযরগুলো গ্রহণ করে তাদের ভেতরের ব্যাপারগুলো আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেন।

তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া সত্যবাদী তিনজন সাহাবীর ব্যাপার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্থগিত রাখলেন। তাঁরা হলেন: কা'ব ইবনু মালিক, হিলাল ইবনু উমায়্যাহ এবং মুরারাহ ইবনুর-রাবী' (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

উক্ত তিনজন সাহাবী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট স্বীকার গেলেন যে, তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কোন ওযর ছিলো না।

আল্লাহ তা'আলা এদের সম্পর্কে বলেন:

﴿وَآخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ، وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾.

"আর অন্যরা আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কতোই না প্রজ্ঞাময়"।[৯১]

সত্যবাদিতার দরুন আল্লাহ তা'আলা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা সেই তিনজন সাহাবীর তাওবা কবুল করেন। তাঁদের তাওবা কবুলের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন:

﴿لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ* وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

[৯১]. সূরা আত-তাওবাহ: ১০৬.

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا، إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾.

"আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীর প্রতি এবং সেই মুহাজির ও আনসারীদের প্রতি যাঁরা সঙ্কটকালে তাঁর অনুসরণ করেছে। তাদের কিছু লোকের অন্তর বেঁকে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পরও। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি বড়ই দয়াশীল, অত্যধিক মেহেরবান। তিনি আরো অনুগ্রহ করেছেন সেই তিনজনের প্রতি যাদেরকে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে পৃথিবী এতো বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া ব্যতীত। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, বড়ই দয়ালু"।[৯২]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সর্বশেষ যুদ্ধ তথা তাবুক যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসার পর যখন তিনি সেখানে স্থির হলেন তখন বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের ইসলাম ঘোষণার জন্য তাঁর দিকে দ্রুত ছুটে আসে।

নবম হিজরীর শেষের দিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মৃত্যুবরণ করেন। তেমনিভাবে সে সময় মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূলও মৃত্যুবরণ করে।

নবম হিজরীর যিল-কদের শেষের দিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মুসলমানদের হজ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য হজ্জের আমীর করে পাঠান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৯২]. সূরা আত-তাওবাহ: ১১৭-১১৮.

ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হজ্জের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ঘোষণার আদেশ করেন:

*এ বছরের পর কোন মুশরিক আর হজ্জ করতে পারবে না।

*কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা তাওয়াফ করতে পারবে না।

*মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

দশম হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসে এক বছর চার মাস বয়সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছেলে ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অশ্রুসজল অবস্থায় তার নিকট প্রবেশ করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِيْ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِيْ الثَّدْيِ - أَيْ فِيْ فَتْرَةِ الرَّضَاعِ - وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكْمِلاَنِ رَضَاعَهُ فِيْ الْجَنَّةِ.

"আমার ছেলে ইব্রাহীম দুগ্ধপান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। জান্নাতে তার জন্য দু'জন দুগ্ধপানকারিণী থাকবে। যারা তার দুগ্ধপানের সময় পরিপূর্ণ করবে"।[৯৩]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছেলে ইব্রাহীমকে বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলে লোকেরা বললো: ইব্রাহীমের মৃত্যুর দরুন সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَادْعُوْا وَصَلُّوْا.

"নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দু'টি বিশেষ নিদর্শন। সেগুলো কারো মৃত্যু বা জন্মের দরুন গ্রহণের শিকার হয় না। তাই তোমরা সেগুলোকে এমন অবস্থায় দেখলে দু'আ ও সালাত আদায়

[৯৩]. মুসলিম, হাদীস ২৩১৬.

করবে”।[৯৪]

দশম হিজরীর যিল-কদ মাসে মানুষের মাঝে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বছর হজ্জ করতে যাচ্ছেন।

এ খবর শুনে প্রচুর মানুষ মদীনায় আগমন করে। প্রত্যেকেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হজ্জ করতে চাচ্ছে।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ إِلاَّ قَدِمَ.

“নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হজ্জের খবর শুনে আসতে সক্ষম এমন কোন ব্যক্তি না এসে থাকেনি”।[৯৫]

উক্ত হজ্জকে হাজ্জাতুল-ওয়াদা’ এ জন্যই বলা হয় যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হজ্জে মানুষদেরকে বিদায় দিয়েছেন। তিনি এরপর আর কোন হজ্জ করেননি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এ বরকতময় হজ্জে এক লক্ষের বেশি সাহাবী অংশগ্রহণ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নয়জন স্ত্রীর সবাইকে নিয়ে এ হজ্জে বের হন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুল-হুলাইফাহ মীকাতের দিকে বের হয়ে ইহরামের জন্য গোসল করেন। এরপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে দিলে তিনি ইহরামের কাপড় পরেন।

যুল-হুলাইফাহ মীকাতে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সন্তান মুহাম্মদকে জন্ম দেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে গোসল করে স্রাবের জায়গায় এক টুকরো কাপড় সেঁটে দিয়ে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেন।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথের সাহাবায়ে

---

[৯৪]. বুখারী, হাদীস ১০৪৩.
[৯৫]. ইসায়ী, হাদীস ২৭৬১.

কিরাম তালবিয়াহ পড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যে জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর সাথের সাহাবায়ে কিরামকে উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পড়ার আদেশ করতে বলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিরান হজ্জ করেন। যখন তিনি সারিফ এলাকায় পৌঁছালেন তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করার আদেশ করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশম হিজরীর যিল-কি'দাহ মাসের ২৬ তারিখ রোজ রবিবার মক্কায় পৌঁছে সেদিনের চাশতের সময় তথা দুপুরের আগেই মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্দে মুনাফ তথা বনু শাইবাহ গেইট বা বর্তমানের সালাম গেইট দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করে উমরাহ আদায় করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমরাহ শেষ করে মক্কার পূর্ব দিককার আবতাহ এলাকায় অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি যিল-হিজ্জার ৮ তারিখে তথা তারবিয়ার দিনে মিনার দিকে বের হন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিল-হিজ্জার ৮ তারিখ বৃহস্পতিবারের যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং যিল-হিজ্জার ৯ তারিখ জুমা বারের ফজরের সালাত মিনায় আদায় করেন।

যিল-হিজ্জার ৯ তারিখ জুমার দিন সূর্য উঠলে তিনি আরাফাহর দিকে রওয়ানা করেন। সূর্য ঢলে গেলে তিনি চলতে চলতে উরানাহ এলাকার উপত্যকায় চলে আসলেন।

উক্ত উরানাহ এলাকাতেই তিনি তাঁর কাসওয়া উটে চড়ে আরাফাহর প্রসিদ্ধ খুতবাহ দেন।

আরাফাহর সেই মহান খুতবায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের সকল মূলনীতির ব্যাখ্যা এবং শিরক ও জাহিলিয়্যাতের সকল নীতি বাতিল করেন।

এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আরাফাহর দিনের সুমহান খুতবার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নয়। যিনি এর বিস্তারিত জানতে চান তিনি আমার কিতাব "আল-লু'লুউল-মাকনূন ফী সীরাতিন-নবিয়্যিল-মা'মূন" দেখতে পারেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফাহর খুতবা শেষে যুহর ও আসরের সালাত একত্রে কসর করে পড়েন। এতদুভয়ের মাঝে তিনি আর কোন সালাত আদায় করেননি।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাসওয়া উটের পিঠে চড়ে কিবলামুখী হয়ে আরাফাহর অবস্থানের জায়গায় অবস্থান করেন। তিনি সেখানে সূর্য ডুবা পর্যন্ত দু'আ ও কান্নায় ব্যস্ত ছিলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: শ্রেষ্ঠ দু'আই হলো আরাফাহর দু'আ। তিনি আরাফায় থাকাবস্থায় তাঁর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْناً﴾.

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পূণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে চয়ন করলাম"।[৯৬]

যখন আরাফাহর দিনের সূর্য ভালোভাবে ডুবে গেলো তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফাহর থেকে মুযদালিফাহর দিকে রওয়ানা করলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে কসর করে পড়ে ফজর পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। ফজরের সময় হলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। এ দিনই কুরবানীর দিন। এ দিনই হজ্জে আকবারের দিন।

---

[৯৬]. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩.

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাসওয়া উটের পিঠে চড়ে কিবলামুখী হয়ে তাকবীর, তাহলীল ও দু'আ করলেন। এভাবেই তিনি এলাকা পুরো আলোকিত হওয়া পর্যন্ত এগুলো করতে থাকলেন।

কুরবানীর দিন সকালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে পাথর সংগ্রহ করতে আদেশ করলে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য সাতটি ছোট পাথর নিয়ে আসেন।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাশআরে হারাম তথা মুযদালিফাহ থেকে সূর্য উঠার আগেই মিনার দিকে রওয়ানা করলেন। এতে করে তিনি মুশরিকদের বিপরীত করলেন। যেহেতু তারা সূর্য উঠার পরই এখান থেকে রওয়ানা করতো।

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড় জামরাহ তথা জামরায়ে আকাবায় আসলেন তখন তিনি উপত্যকার নিচু অংশে মিনাকে ডানে ও কাবাকে বামে রেখে জামরাহমুখী হয়ে উটের উপর অবস্থান করেন। তখনকার সময় ছিলো যোহরের আগ মুহূর্ত। তিনি তখন উপত্যকার মাঝ থেকেই সাতটি পাথর মারেন। প্রতিটি পাথর মারার সময় তিনি আল্লাহু আকবার বলেন। এরপর তিনি বলেন:

لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ.

"তোমরা নিজেদের হজ্জের বিধি-বিধান শিখে নাও"।[৯৭]

এরপর নবী মিনার কুরবানীর জায়গায় গিয়ে নিজ হাতে ৬৩টি উট জবাই করেন। উটগুলো জবাই হওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ভিড় জমাচ্ছিলো এ মর্মে যে, কার আগে কে জবাই হতে পারে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদী জবাই শেষে নাপিতকে

[৯৭]. মুসলিম, হাদীস ১২৯৭ আবু দাউদ, হাদীস ১৯৪৪ তিরমিযী, হাদীস ৮৮৬ নাসায়ী, হাদীস ৩০৬২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩০২৩ আহমাদ, হাদীস ১৪৫৯৩.

ডেকে নিজ মাথা মুণ্ডন করালেন। মা'মার ইবনু আব্দিল্লাহ আল-আদাওয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মাথা মুণ্ডন করেছেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِيْ يَدِ رَجُلٍ.

"নাপিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথা মুণ্ডনের সময় পরিস্থিতি এমন হলো যে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে ঘিরে ফেললেন। তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি চুলও কারো হাতে ছাড়া মাটিতে পড়তে দেননি"।[৯৮]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাথা মুণ্ডন শেষে জামা পরে সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি যোহরের আগেই উটে চড়ে কা'বার দিকে রওয়ানা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি উটে চড়েই তাওয়াফে ইফাযাহ করেন। যাতে তিনি মানুষকে দেখতে পান এবং তারাও তাঁকে দেখতে পায়।

এরপর তিনি যমযম পান করে সে দিনই মিনার দিকে ফিরে যান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরীকের তিন দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরই পাথর মারার জন্য জামরাহগুলোর নিকট আসেন।

পরিশেষে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করেই তাঁর বরকতময় হজ্জ শেষ করে বলেন:

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

"কেউ কা'বার সাথে শেষ দেখা না করে যেন এখান থেকে চলে না যায়"।[৯৯]

---

[৯৮]. মুসলিম, হাদীস ৪২৯২ আহমাদ, হাদীস ১১৯৫১.

[৯৯]. মুসলিম, হাদীস ১৩২৭ আবু দাউদ, হাদীস ২০০২.

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে কিছু যমযমের পানি নিয়ে মদীনায় ফিরলেন।

এটিই হলো অতি সংক্ষিপ্তাকারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিদায় হজ্জ।

১১ হিজরীর সফর মাসের ২৬ তারিখ সোমবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ করেন এবং তিনি উসামাহ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সে যুদ্ধের সেনানায়ক বানিয়ে দেন।

তখন উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বয়স ছিলো **১৮** বছর। অথচ সেই সেনাদলে ছিলো উমর ইবনুল-খাত্তাব, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবু উবাইদাহ ইবনুল-জাররাহ এবং অন্যান্যদের ন্যায় বড় বড় সাহাবী।

উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বয়স কম হওয়ার দরুন তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে মানুষ কথা বললে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তা পৌঁছালে তিনি তাদের মাঝে বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। যা সামনে আসছে।

যখন দাওয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ইসলাম আরব উপদ্বীপের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে উপরন্তু মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসা অনুভব করলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার কিছু আলামত নিম্নে দেয়া হলো:

১. সূরা নাসর নাযিল হওয়া।

২. জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে কুরআন পড়াপড়ি নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।

৩. বেশি বেশি ইবাদাত করার চেষ্টা করা।

৪. রামাযানে দ্বিগুণ ইতিকাফ করা।

সফর মাসের শেষের দিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর

রোগ দেখা দিলো। যে রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রোগ ১৩ দিন যাবত অব্যাহত ছিলো। মাথা ব্যথা দিয়েই তাঁর রোগ শুরু হয়।

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথা ব্যথা দেখা দিলো তখন তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট ছিলেন। এরপর তিনি বন্টন অনুযায়ী অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট যাওয়া শুরু করলেন।

যখন তিনি মাইমূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে গেলেন তখন তাঁর রোগ অত্যধিক বেড়ে যায়। তখন তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট এ রোগের সময় আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট অবস্থান করার অনুমতি চাইলে তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তা করার অনুমতি দেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে থাকাবস্থায় তাঁর অসুখ আরো কঠিন রূপ ধারণ করে। তাঁর শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর কঠিন থেকে কঠিনতর হতে শুরু করে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার গায়ের জ্বর কতোই না কঠিন! তখন তিনি বলেন:

إِنَّا كَذَلِكَ، يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ.

"আমাদের নবীবের অবস্থা এমনই হয়। আমাদেরকে বিপদ দ্বিগুণ করা হয় এবং সাওয়াবও সেরূপ বাড়িয়ে দেয়া হয়"।[১০০]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন তাঁর রোগ বেড়ে যায় তখন তিনি মসজিদের দিকে বের হতে পারছিলেন না। তাই তিনি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীরে একটু হালকা অনুভব করলে ফযল ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর ভর দিয়ে মসজিদের দিকে বের হয়ে মিম্বরে উঠে সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে

[১০০]. ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০২৪ আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৩৯৫ হাকিম, হাদীস ১১৯.

এক বিশেষ ভাষণ দেন। এটি ছিলো তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ভাষণে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর আনসারীদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে তাঁদের ব্যাপারে ওসীয়তও করেন। উপরন্তু উসামাহ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তিনি যে নেতৃত্বের উপযুক্ত তাও বর্ণনা করেন।

ইমাম বায়হাকীর দালায়িলুন-নবুওয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ভাষণে কারো প্রতি কোন অন্যায় করে থাকলে তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিজকে সবার সামনে উপস্থাপন করেন। এর বর্ণনসূত্র একেবারেই দুর্বল। সুতরাং এমন বর্ণনা কোনভাবেই সাব্যস্ত নয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ভাষণে নিজ কবরকে মসজিদ বানানোর ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেন। তিনি এও বলেন যে, সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হলো যারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَناً يُعْبَدُ. لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ عِيْداً.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে মূর্তি বানাবেন না। আল্লাহর লা'নত পড়ুক এমন সম্প্রদায়ের উপর যারা নিজেদের নবীদের কবরকে মিলনমেলা বানিয়ে নেয়"।[১০১]

ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ উম্মতকে তাঁর কবরকে মিলনমেলা বানাতে নিষেধ করেছেন। যেমনিভাবে মানুষ ঈদের দিন সালাত আদায়ের জন্য সবাই একত্রিত হয়।

---

[১০১]. আহমাদ, হাদীস ৭৩৫২ আবু ইয়া'লা: ১২/৩৩ হুমাইদী: ২/৪৪৫.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যথা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করতে সর্বদা সযত্ন ছিলেন। তবে তাঁর রোগ আরো বেড়ে গেলে তিনি ঘর থেকে বের হতে অক্ষম হয়ে পড়েন।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সালাতে মানুষের ইমামতি করার আদেশ করেন। যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

মৃত্যুর তিন দিন আগে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখার আদেশ করেন। তিনি বলেন:

لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ.

"তোমাদের কেউ আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা না রেখে মরবে না"।[১০২]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীসে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আর আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা মানে তাঁর ব্যাপারে এ ধারণা রাখা যে, তিনি দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মৃত্যুর দু'দিন আগে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজকে একটু হালকা মনে করলে দু'জনের শরীরে ভর দিয়ে তিনি ঘর থেকে বের হন। অথচ কঠিন রোগের দরুন তিনি নিজের পা দু'টোকে জমিনের উপর টেনে টেনে চলছিলেন।

তিনি দেখলেন, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষকে নিয়ে নামায পড়ছেন। আর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ব্যাপারে টের পেয়ে পেছনে যেতে চাইলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে নিজ জায়গায় স্থির থাকতে ইঙ্গিত করে তিনি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাম পাশে বসে পড়লেন।

---

[১০২]. মুসলিম, হাদীস ২৮৭৭.

তবে মানুষকে নিয়ে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নামায পড়া এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এ কথা বলা যে, "আল্লাহ তা'আলা ও মুসলমানরা আবু বকর ছাড়া আর কাউকে ইমাম হিসেবে মানতে চান না"। এমন হাদীস দুর্বল। যা ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর একদিন আগে তথা রবিবারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রোগ আরো কঠিন রূপ ধারণ করলে উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সেনাদলের নিকট খবর পৌঁছা মাত্রই তিনি মদীনার দিকে ফিরে আসেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সোমবার রাত কাটিয়ে দেন। ফজরের সময় হলে তাঁর হুঁশ একটু ফিরে আসে।

তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রুমের পর্দা উঠিয়ে মানুষের দিকে তাকালেন। তারা তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে নামায পড়ছিলো। তাদের এ ঐক্য দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসলেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

كَانَ وَجْهُهُ وَرَقَةَ مُصْحَفٍ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"তাঁর চেহারা ছিলো কুরআনের পাতার ন্যায় অত্যধিক সুন্দর। তাই রাসূলের অবলোকনে আনন্দিত হয়ে আমাদের ফিতনায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো"।[১০৩]

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে এ সংবাদ দিলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের আর কোন কিছু বাকি নেই। আর তা হলো নেক স্বপ্ন যা একজন মু'মিন তার ঘুমে দেখবে।

রাসূল এর হুঁশ ফিরেছে দেখে সাহাবায়ে কিরাম মনে করলেন,

---

[১০৩]. বুখারী, হাদীস ৬৮০ মুসলিম, হাদীস ৪১৯.

তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। তাই তাঁরা খুশি মনে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও প্রয়োজনের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনার আওয়ালীতে অবস্থিত সুনহ এলাকার তাঁর বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যাওয়ার অনুমতি দেন।

১১ হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দুপুরের আগে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রোগ আবার কঠিন রূপ ধারণ করে এবং ভীষণ কষ্ট তাঁর উপর নেমে আসে।

তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আহ! আমার পিতার কতোই না কষ্ট!! তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لاَ كَرْبَ عَلَى أَبِيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيْكَ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَداً.

"আজকের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার পিতার যে অবস্থা হয়েছে তা কারো না হয়ে পারে না"।[১০৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করছিলেন। এদিকে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে নিজ বুকের উপর হেলান দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে ছিলো একটি পানির পাত্র। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দু'হাত পানিতে ঢুকিয়ে তা দিয়ে নিজ চেহারা মুছে বললেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ.

"আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে"।[১০৫]

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাত উঁচিয়ে বলেন:

---

[১০৪]. বুখারী, হাদীস ৪৪৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩৭৯ ইবনু মাজাহ, হাদীস ১৬২৯.
[১০৫]. বুখারী, হাদীস ৬৫১০.

فِيْ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى.

"সর্বোচ্চ বন্ধুর নিকট"।[১০৬]

অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর হাত নিচের দিকে নেমে পড়ে।

অন্য বর্ণনায় আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِيْ، فَدَعَا بِطَسْتٍ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِيْ حِجْرِيْ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ.

"আমি তাঁকে নিজের বুকের সাথে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। ইতিমধ্যে তিনি আমার কোলে ঢলে পড়লেন। আমি অনুভবই করতে পারেনি যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন"।[১০৭]

ইমাম আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ ﷺ عَلَى مَنْكِبِيْ إِذْ مَالَ رَأْسُهُ نَحْوَ رَأْسِيْ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ.

"তাঁর মাথা আমার কাঁধে ছিলো। হঠাৎ তাঁর মাথা আমার মাথার দিকে সরে আসলে আমি ধারণা করলাম, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেছেন"।[১০৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَأْسُهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ، فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ لَمْ أَجِدْ رِيْحاً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهَا.

---

[১০৬]. বুখারী, হাদীস ৬৫১০.

[১০৭]. বুখারী, হাদীস ২৭৪১ মুসলিম, হাদীস ১৬৩৬ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ১৩২৮.

[১০৮]. তাখরীজুল-মুসনাদ, হাদীস ২৫৮৪১ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৯/৩৪.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথা আমার বুক ও গলার মাঝে থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে আমি এমন এক সুগন্ধি পাই যার থেকে উন্নত সুগন্ধি আমি আর কখনো পাইনি"।[১০৯]

১১ হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রোজ সোমবার দুপুরের আগেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৬৩ বছর।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর সংবাদ মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে উক্ত সংবাদটি সাহাবায়ে কিরামের উপর বজ্রপাতের ন্যায় পতিত হয়। যেহেতু তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অত্যধিক ভালোবাসতেন।

ফলে সাহাবায়ে কিরাম আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে দেখে বললেন: তিনি কিভাবে মরতে পারেন। অথচ তিনি আমাদের উপর সাক্ষী। আর আমরা সকল মানুষের উপর সাক্ষী।

এদিকে উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে দেকে বললেন:

وَاغَشَيَاهُ! مَا أَشَدَّ غَشْيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ!

"হায়রে অচেতনতা! কতোই না কঠিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অচেতনতা![১১০]

এরপর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছ থেকে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে বের হয়ে মানুষকে হুমকি দিয়ে বলছেন: "আল্লাহর কসম! আমি যেন কাউকে এ কথা বলতে না শুনি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। না হয় আমি তাকে তলোয়ার মেরে হত্যা করবো"।

---

[১০৯]. মুসনাদ/আহমাদ, হাদীস ২৩৭৫৮.

[১১০]. তাখরীজুল-মুসনাদ, হাদীস ২৫৮৪১ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৯/৩৪.

তিনি আরো বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেননি। বরং তিনি নিজ প্রতিপালকের নিকট চলে গেছেন যেমনিভাবে মূসা (আলাইহিস-সালাম) চলে যেতেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিরে আসবেন যেমনিভাবে মূসা (আলাইহিস-সালাম) ফিরে এসেছেন। অতঃপর তিনি সেই সকল লোকদের হাত-পা কেটে দিবেন যারা মনে করে যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন"।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর ন্যায় ভয়াবহ বিপদের দরুন এভাবেই উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর সময় আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুপস্থিত ছিলেন। যেহেতু তিনি সুনহ এলাকায় যাওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুমতি নিয়েছেন।

জনৈক সাহাবী তাঁর নিকট গিয়ে বললেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। এদিকে মানুষের অবস্থা খুবই করুণ। যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেন না।

অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত মসজিদে এসে দেখলেন, মানুষ কাঁদছে। আর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ তলোয়ার উঁচিয়ে মানুষের সাথে কথা বলছেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এগুলোর কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে সোজা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর খাটের উপর ঢেকে রাখা হয়েছে। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পবিত্র চেহারা খুলে বললেন: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এরপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকে ঝুঁকে তাঁকে চুমু দিয়ে কেঁদে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জীবিত-মৃত উভয় অবস্থায়ই উত্তম। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য অবধারিত

ছিলো তা আপনি আস্বাদন করেছেন। এরপর আপনার আর কখনো মৃত্যু হবে না। অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ঢেকে দিলেন।

এরপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাদের কেউ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুকে অস্বীকার করছে। আবার কেউ বিপদের ভয়াবহতার দরুন অস্থির হয়ে আছে। তিনি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখলেন, যে বলছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে হুমকি-ধামকি দিচ্ছেন।

তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন: হে উমর! আপনি একটু শান্ত হোন। তারপরও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিছুতেই চুপ করছেন না।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন দেখলেন, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিছুতেই চুপ করছেন না তখন তিনি মানুষের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষের মাঝে বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। যখন মানুষ তাঁর কথার আওয়াজ শুনলো তখন তারা উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ছেড়ে কেবল তাঁর দিকে ফিরলো।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ.

"হে মানুষ! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূজা করতো তার জানা উচিত, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদাত করেছে তারও জানা উচিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ

انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ...﴾.

"মুহাম্মাদ হলেন একমাত্র রাসূল। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তিনি মারা যান কিংবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা মুরতাদ হয়ে যাবে..." ।[১১১]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "আল্লাহর কসম! মানুষরা যেন ইতিপূর্বে জানতোই না যে, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেছেন যতক্ষণ না আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটি তিলাওয়াত করলেন" ।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুতে মদীনার উপর কান্নার রোল বয়ে গেলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুর চেয়ে আর কোন মহা বিপদ এ উম্মতের উপর অতিবাহিত হয়নি।

মঙ্গলবার দিন যখন আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে খিলাফতের বায়আত নেয়া হলো তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারবর্গ তাঁকে ধোয়ানোর ইচ্ছা করলেন। তবে তাঁরা এ ব্যাপারে মতভেদ করলেন।

তাঁরা বললেন: আল্লাহর কসম! আমরা জানি না, কীভাবে আমরা তাঁকে ধোয়াবো? আমরা কি নিজেদের মৃতদের ন্যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শরীরের কাপড় খুলে ফেলবো? না কি শরীরে কাপড় থাকা অবস্থায় তাঁকে ধোয়াবো?

হঠাৎ তাঁদের তন্দ্রা আসলে তাঁরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে একটি আওয়াজ শুনা গেলো, তাঁদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শরীরে কাপড় থাকা অবস্থায় তাঁকে গোসল দাও।

তাঁরা সবাই ঘুম থেকে জেগে একে অপরকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁরা তাঁর শরীরে কাপড় থাকা অবস্থায় গোসল দেন।

---

[১১১]. বুখারী, হাদীস ৩৫০০ সীরাত/ইবনু হিশাম: ২/৬৫৫.

যাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গোসল দিয়েছেন তাঁরা হলেন: আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সন্তানরা তথা ফযল ও কুসুম, উসামাহ ইবনু যায়েদ এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্বাধীন করা গোলাম শুকরান।

আব্বাস, ফযল ও কুসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এদিক সেদিক করলেন। আর উসামাহ ও শুকরান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) পানি ঢালছিলেন। এদিকে আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গোসল দিচ্ছিলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গোসল দেয়ার পর তাঁকে ৩টি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হলো। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে তাঁর খাটের উপর রাখা হলো।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে গোসল দিয়ে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে তাঁর খাটের উপর রাখার পর মানুষকে তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁর উপর একাকীভাবে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হলো। কেউ তাঁদের সালাতের ইমামতি করলেন না। এতে কোন মতভেদ নেই। সবাই এতে একমত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সালাত আদায় শেষে সাহাবায়ে কিরাম পরামর্শ করলেন, তাঁকে কোথায় দাফন করা যায়? তাঁরা এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট খবর পাঠালে তিনি বললেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেন:

مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِيْ الْمَوْضَعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ.

"আল্লাহ তা'আলা যে কোন নবীর রূহ সে জায়গায়ই কবজ

করেছেন যেখানে তিনি দাফন হতে চান”।[১১২]

যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যু হয়েছে তথা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরেই তাঁর কবর খনন করা হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কবরে আব্বাস, আলী ও ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রবেশ করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্বাধীন করা গোলাম শুকরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কবরে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর কবরে নামিয়ে দেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় কুসুম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর।

বুধবার রাতেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাফনের কাজ সম্পন্ন হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মৃত্যুতে সাহাবায়ে কিরাম অত্যধিক ব্যথিত হন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিনের চেয়ে অন্ধকার দিন আমি আর কখনোই দেখিনি”।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবনী মাফিক নিজেদের জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল-আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সমাপ্ত

[১১২]. তিরমিযী, হাদীস ১০১৮ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৪৫ সহীহুল-জামি', হাদীস ৫৬৪৯.